

বিশ্ববরেণ্য আলোমদের দৃষ্টিতে

শাবলীগ জাহায্যাত

মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী

বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে
তাবলীগ জামায়াত

মূল
মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী

অনুবাদ
মুহাম্মদ শামাউন আলী

আল্ ফুরকান প্রকাশনী

বিশ্বরূপেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত

মূল :

মুহাম্মাদ বিন নাসের আল উরাইনী

অনুবাদ :

মুহাম্মাদ শামাউন আলী

লিসাস, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

সম্পাদনা :

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

প্রকাশনায় :

আল ফুরকান প্রকাশনী

৪৯১, ওয়ারলেস রেল গেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা।

ফোন : ৯৩৩৪১৮২

এফ.পি-৩

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল, ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ :

মাঘ, ১৪১২ সাল

জানুয়ারী, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ :

নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

ফোন : ৯৩৩৪১৮২

كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار

إعداد : محمد بن ناصر العريني

الترجمة باللغة البنغالية : محمد شمعون على

متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر

٤٩١، برامغبار، داکا، بنغلاديش

تلفون : ٠٠٨٨-٠٢-٩٣٣٤١٨٢

جوال : ٠١٧٤٠١٥٩٧٧

القيمة : ٥٠ تاكا فقط

الطبعة الثانية : ذى الحجة ١٤٢٦ هـ

يناير ٢٠٠٦ م

BESHOBARENNO ALEMDER DRISHTETE TABLIG JAMAT

by Muhammad bin Naser Al-Uriny, Translated by Muhammad Shamaun.

Ali, Published by Al Furkan Publication, 2nd Edition : January 2006

Price : Tk. 50.00 Only.

বইটি শুধুমাত্র লেখকের অভিমতই ব্যক্ত করেনি; এটি বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের অভিমতও ব্যক্ত করেছে। তাঁরা হলেন :

- মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে-শায়খ- সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী, সৌদী আরব।
- আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায- সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী, সৌদী আরব।
- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আলউসাইমীন- সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব।
- মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী- প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ।
- আব্দুর রাজ্জাক আফিফী- সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব।
- ড. সালেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান- সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব।
- ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উবুদ- চ্যান্সেলর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
- হুমুদ বিন আবদুল্লাহ আত্ তুওয়াইজেরী- বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন, রিয়াদ, সৌদী আরব।
- ড. সালেহ বিন সা'আদ আস্‌সুহায়মী- ডিন, আকিদা অনুষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
- সা'দ বিন আব্দুর রহমান আল হুসাইন- সৌদী ধর্মীয় উপদেষ্টা, জর্দান।
- আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন্ নাজমী- বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন।
- আবদুল কাদের আরনাউত- খাদেমুস সুন্নাহ, দামেস্ক, সিরিয়া।

সূচীপত্র

ভূমিকা	৯
লেখকের কথা	১১
প্রারম্ভিকা	১৪
আলেম-উলামাদের দৃষ্টিতে তাবলীগ	৪২
শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়খ	৪২
শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রহ.)	৪৩
শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন	৪৫
শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রহ.)	৫৪
শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফী (রহ.)	৫৫
শায়খ সালেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান	৫৬
শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত	৬০
শায়খ সা'দ আল হুসাইনের পত্র	৬৪
তাবলীগ জামায়াতের উপর কতিপয় মন্তব্য	৭০
উপসংহার	৭৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

তাবলীগ জামায়াতের ওপর লেখা বইটি আমি পাঠ করেছি। এতে ‘তাবলীগ জামায়াত’ সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখা হয়েছে- যে জামায়াত নিয়ে বর্তমান লোকজন খুবই ব্যস্ত ও আগ্রহী। এটি একটি ভ্রান্ত জামায়াত, তার নীতি, বিশ্বাস ও উৎপত্তির দিক থেকে যেমনটি বিশেষজ্ঞ উলামাগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ দলটি বিভ্রান্ত, এর সাথে সংশ্রব রাখা এবং এদের সাথে বের হওয়া হারাম। সুতরাং মুসলমানদের উপর অবশ্য করণীয় হলো, এদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সকলকে সতর্ক করা। আমি এদের দ্বায়িত্বশীলদেরকে তাওবা করার উপদেশ দিচ্ছি এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তরীকার দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আহবান জানাচ্ছি, আল্লাহর পথে সঠিক দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য এবং একাজ তাদের নিজদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে শুরু করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»- (الشعراء : ২১৬)

“আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।” (সূরা শুরা : ২১৪)

তিনি আরো বলেন :

«وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»-

“এবং স্বজাতিকে সতর্ক করে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে যেন তারা সাবধান হতে পারে।” (সূরা তাওবা : ১২২)

অন্যত্র মহান প্রভু বলেন :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ»۔ (التوبة : ١٢٣)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।” (সূরা তাওবা : ১২৩)

তারা যেন নিজদের আকীদা বিশ্বাসকে দ্রুত সংশোধন করে নেয়। কেননা এটিই মূল ভিত্তি। নবী করীম (সা.) সহ সকল নবী রাসূল এর দ্বারা দাওয়াত শুরু করেছেন। যে দাওয়াত এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে না, তা ব্যর্থ দাওয়াত। যদি তাবলীগের লোকজন এই নসীহত গ্রহণ করেন তাহলেই উত্তম, নতুবা আমি সমস্ত মুসলমানকে তাদের এবং তাদের দাওয়াত সম্পর্কে সতর্ক করছি। এরা যেন তাদের আকিদাকে নষ্ট না করে এবং সন্তান ও নির্বোধদেরকে বিভ্রান্ত না করে। বিশেষভাবে আমাদের হারামাঙ্গিনের দেশের লোকজনকে যা মুহাম্মদী দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলিম বিশ্বের অনুকরণীয় একমাত্র দেশ।

আমি লেখক শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনীর্ জন্য দু'আ করি, তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সত্যিই তিনি মুসলিম উম্মার পক্ষে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

তারিখ : ৬/১/১৪২২ হিজরী

সালেহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান

লেখকের কথা

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি এবং তারই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের আত্মার কুমন্ত্রনা এবং আমাদের খারাপ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁর উপর, তাঁর পরিবারের উপর এবং সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতপর—

● তাওহীদের বিশ্বাস দ্বীনের মূল ও উন্নতির ভিত্তি। সমস্ত নবী-রাসূল তাওহীদের এই আকীদা বিশ্বাস প্রচারের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর দ্বীন এক। সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা, সময়ের ও স্থানের পরিবর্তনে দ্বীনের কোন পরিবর্তন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ»- (النحل : ৩৬)

“আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (খোদাদ্রোহী শক্তিকে) পরিহার করো।”
(সূরা নাহল : ৩৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»-(الأنبياء : ২০)

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”

(সূরা আন্বিয়া : ২৫)

অন্যত্র মহান প্রভু বলেন :

«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط سُبْحَنَهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ»-(التوبة : ২১)

“তাদেরকে একমাত্র মাবুদের ইবাদত করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তারা তাঁর যে শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।” (সূরা তাওবা : ৩১)

● তাওহীদের দাওয়াত হলো, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করা, কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা প্রেরিত রাসূল, কিংবা কোন ওলী বা মুরশীদ বা অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করা যাবে না। এই মহান দাওয়াতের প্রতি ঈমানের দাবী হলো, এর বিপরীত সকল প্রকার ইবাদত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যা ভ্রান্ত ধারণার লোকজন তৈরী করেছে এসবই বাতিল, বিদআত ও শিরকী কাজ। উম্মতের সঠিক অনুসারীরা সুন্নাহের অনুসরণ এবং বিদআতের উৎখাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা সদা সচেতন, যেন তাদের ইবাদত কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক সম্পাদিত হয়। যখনই কতিপয় জামায়াত সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের আকিদা বিশ্বাসে ও স্বভাব চরিত্রে, তখনই তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে তাদেরকে সুযোগ সন্ধানী ভন্ডের দল হীন স্বার্থে ব্যবহার করে আল্লাহর বান্দাকে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের দ্বীনে হক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। আজ যারা এদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন তাদের নিকট এ চিত্র মুসলিম দেশ গুলোতে লক্ষ্য করছেন। যার ফলে ইসলামের শত্রুরা এদের মাধ্যমে ইসলামে আঘাত হানতে, এর সুমহান ভাব-মর্যাদাকে বিকৃত করতে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আজকে অনেক মুসলমানের এ অবস্থা যে, তারা হয়েগেছে কাফেরদের পূর্ণ

অনুসারী এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী। কবি সত্যই বলেছেন :

যখন আমরা সঠিক পথ ত্যাগ করেছি

তখন আমাদের উপর গজব নেমেছে

অন্যায় ও জুলুমের তুফান আমাদেরকে

সর্বত্র গ্রাস করে বসেছে।

হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলমানকে আপনার নবী মুহাম্মাদের (সা.) হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেন আমরা নিরাপদে তাঁর হাউজে কাউসারে গিয়ে পৌঁছতে পারি, এসব বিদআতীদের বিদআত হতে মুক্ত থেকে। আপনি আমাদের হাতে ধরে আপনার পছন্দ ও সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমাদের দেশ ও অন্যান্য মুসলিম দেশকে শত্রুর চক্রান্ত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের খপ্পর থেকে হেফাজত করুন। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সহায়ক। আর সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদের (সা.) প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সাহাবীর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।

বিনীত লেখক

প্রারম্ভিকা

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকটই এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম জাতি আজ শত্রুর চক্রান্ত এবং বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের শিকার। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করছে। এজন্যই বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রয়োজন ও জরুরী কাজ হলো তাদের দ্বীনের দিকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসা, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং ইসলামের নামে যা কিছু এতে ঢোকান হয়েছে তা প্রত্যাখান করে ছুঁড়ে ফেলে সেই অভিশ্রুত লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়া যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এ জন্যই নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات : ৫৬)

“আমরা মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

(যারিয়াত : ৫৬)

● প্রকাশ্য শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চক্রান্তে লিপ্ত। অন্যরা আবার দরবেশের রূপে পরহেজগারীর বেশে চক্রান্তে লিপ্ত। এরা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র অহী নাজিলের দেশে তাদের শিরকী, বিদআতী কর্মকান্ড ছড়াবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের সিলেবাসে ইসলাম বলতে কিছুই নেই।

● আমি একজন মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তাবলীগের ভ্রান্ত ধারণার মুখোশ উন্মোচন করতে এ লেখনি ধরেছি। এরা উপদেশ দেয়ার নাম করে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। এদের কার্য্য বাহ্যিকভাবে জোহদ বা পরহেজগারী বহন করলেও এদের ভিতরে রয়েছে গরল বিষ। আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাবলীগের ব্যাপারে, যেন আপামর জনসাধারণ তাদের ব্যাপারে সতর্ক হয়। আর দু'আ করি যেন একাজটি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয় এবং এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ কল্যাণ লাভ করে। আমি মহান আল্লাহর এ বাণী

দিয়ে শুরু করছি :

«وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»- (الحشر : ৭)

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” (সূরা হাশর : ৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

«أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»- (الشورى : ২১)

“তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে যারা তাদের জন্য বিধান দেয়, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।” (সূরা শুরা : ২১)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»- (الجالية : ১৮)

“অতপর আমি আপনাকে শরিয়তের এক বিশেষ নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।” (সূরা জাসিয়া : ১৮)

● মুসলিম উম্মাহ আজ বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত। একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নিজেদের ভিতরে কোন সৌহার্দ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট। এটি তার নবুওতের নিদর্শন যে, তিনি যে ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন তা আজ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর পবিত্র জবানীতে বলেন :

«إِنَّهُ مِنْ يَّعِشُ مِنْكُمْ فَسِيرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ مِنْ بَعْدِي ،

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »- (أخرجه
أبو داود والترمذی وابن ماجه)

“তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে অবশ্যই অনেক মত পার্থক্য দেখতে পাবে।
সুতরাং তোমরা আমার পথ এবং আমার পর খুলাফায়ে রাশেদার পথ অনুসরণ
করবে। তাকে দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরবে। আর নব আবিস্কৃত বিষয় হতে সাবধান।
কেননা প্রত্যেকটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই হল বিদআত এবং বিদআতের স্থান হল
জাহান্নাম। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

নবী করীম (সা.) বলেন :

”يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ
وَيَلْبِسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِّ مِنَ اللَّيْنِ ، أَلَسِنَتُهُمْ أَحْلَى
مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى أَفَى تَفْتَرُونَ أَمْ عَلَى تَجَرُّونَ ، فَيَ حَلَفْتُ لَا بُعْثَنَّ
عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانٌ »- (أخرجه
الترمذی ، كتاب الزهد)

“শেষ যুগে কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দীনকে দুনিয়ার সাথে মিলিয়ে
ফেলবে। তারা লোকদের দেখানোর জন্য নরম ভেড়ার চামড়ার কাপড় পরিধান
করবে। তাদের মুখের ভাষা মধুর চেয়েও মিষ্ট হবে কিন্তু তাদের অন্তর হবে
নেকড়ের অন্তরের মত হিংস্র। বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন : “তারা আমার
ব্যাপারে ধোকায় পড়েছে, নাকি আমার উপর চড়াও হচ্ছে। আমি নিজের কসম
খেয়ে বলছি, তাদের উপর ফেতনা প্রেরণ করবো, যার ফলে তাদের সম্মানিত
লোকেরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়বে।” (তিরমিযী- পরহেজগারী অধ্যায়)

● চক্ষুশ্রাব্যদের জন্য এ হাদীসের ভবিষ্যৎবাণীর প্রমাণ স্পষ্ট। বর্তমান যুগে এর প্রমাণ ভুরি ভুরি, আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

বাহ্যিকভাবে দেখা যায় খুবই ভালো কিন্তু ভিতরে খারাপ, এরা ফতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, সালাফদের (পূর্ববর্তীদের) কটাক্ষ করে এবং পরবর্তীদের তাল্লিফ করে, এদের বিভিন্ন মত ও পথ, দৃষ্টিভঙ্গী, একে অপর থেকে অনেক দূরে। এরা দুনিয়াকে দ্বীনের উপরে প্রাধান্য দেয়। বিদআত ও কুসংস্কারকে সমাজে ছড়ায়। আমরা আল্লাহর নিকট এদের থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

● ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, “সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি রাসূলদের পরে আলেমদেরকে তাঁর হেদায়াতের পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রত্যেক যুগে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা দাওয়াতের কাজে কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁরা আল্লাহর মৃত প্রায় কিতাবকে নবজীবন দান করেছেন, এরা শয়তান কর্তৃক নিহত অনেক ব্যক্তিকে জীবন্ত করেছেন, কত বিভ্রান্তকে পথের দিশা দিয়েছেন। মানুষের প্রতি এদের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কতই না উত্তম। আর অজ্ঞ লোকেরা এদের সাথে কতইনা নিকট আচরণ করে। এরা আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন কারীদের বিকৃতিকে সংশোধন করে। বাতিলদের কর্মকাণ্ডকে বিদূরিত করে এবং অজ্ঞ লোকদের অপব্যাত্যাকে খন্ডন করে।”

● আমরা মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, তিনি তাঁর বান্দাদের ভিতর থেকে আলেম এবং দায়ীদেরকে এই তাওফীক দিয়েছেন যে, তারা যুগে যুগে এ দ্বীনের জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে এতে যেসব বিধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ধর্মের নামে চালু হয়েছিল তা দূর করেন। লোকজনকে দলিল প্রমাণাদি দিয়ে জীবনের সঠিক ব্যাত্য তুলে ধরেন এবং লেখনির মাধ্যমে তাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান করেন। এজন্যই দেখা যায়, এদেরকে কিছু অজ্ঞ ইসলাম বিদ্বেষী লোকজন বিভিন্ন ভাবে অপবাদ দিচ্ছে। তাদের দ্বীন ও আমানতের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছে। কিন্তু এরা মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর সঠিক পথে আহ্বান করছে। আমরা আল্লাহর নিকটে পরিত্রাণ চাই এসব বিভ্রান্ত ও অন্ধ লোকদের বাড়াবাড়ি থেকে। এ জন্য বলা হয়েছে,

মানুষ তার বিপদের সময় ঘাবড়ে যায়,

সেজন্য সে যেটাকে ভাল দেখে প্রকৃতপক্ষে সেটা ভাল নয়।

● যে ব্যক্তি আজকের মুসলিম বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে সে এটা দেখতে পাবে যে, আজ মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন জামায়াত বা দলের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। এসব দলের মত ও চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ও পন্থা পারস্পরিক ভিন্ন। এরা সকলেই ইসলামের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র পাকাতে ঐক্যমত এবং মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে, শান্তি নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করছে। আমরা এখানে এমন একটি জামায়াতের আলোচনা করব যার উৎপত্তি হল ভারতে। যে দেশে মানুষ আগুন, গাভী ইত্যাদির পূজা করে। এটি ওহী নাযিলের দেশ মক্কা, মাদীনায় জন্মলাভ করেনি; যেখান থেকে মানবতা হেদায়েতের আলোতে উজ্জীবিত হয়েছে। এ জামায়াতটি সুফীদের পন্থায় বিদ'আত কাজের উপরে তার অনারব অনুসারীদের নিকট থেকে বাইয়াত নিয়ে থাকে। এদের বেড়া জালে অনেক আরব দেশের লোকজনও (সৌদি আরব ও তার আশে পাশের কিছু দেশের) আটকা পড়েছে। এরা তাদের আমীরদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। এমনকি কিছু কিছু মহিলাও সেখানে গিয়ে এসব বিদআতী কর্মকাণ্ডের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছে। হায় আল্লাহ! তাদের কি জ্ঞান লোপ পেয়েছে! নাকি, দ্বীনের বিষয় ঠুনকো হয়ে গেছে? ইসলামে বাইয়াতের বিধান রয়েছে রাসূলের, সাহাবাদের বাইয়াত গ্রহণের এবং মুসলমানরা তাদের ইমাম বা নেতার বাইয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু বিজ্ঞ আলেমের অভাবে গোমরাহী প্রসার লাভ করেছে। প্রথম দিকেতো ভালই মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি এক ভ্রান্ত জামায়াত। এদের মুখোশ খসে পড়েছে, হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে বিজ্ঞ আলেম- উলামাদের নিকট। এ জামায়াতের ব্যাপারে বিখ্যাত গবেষক ও আলেমে দ্বীন হযরত শায়খ হুমুদ বিন আবদুল্লাহ আততুওয়াইজেরী (রহ.) লেখা আল কাউলুল বালীগ (চূড়ান্ত কথা) নামক বইটি এক বস্তুনিষ্ঠ পুস্তক। তিনি এর ভূমিকায় বলেছেন, “এটি এক ভ্রান্ত, গোমরাহ জামায়াত। রাসূল, সাহাবা ও তাবঈঈনদের পথের উপর এরা নেই। এরা মূলতঃ সুফী মতবাদ ও এর বিদআতী পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।” তিনি এদের সাথে বের হবার ব্যাপারে বলেন, “আমি প্রশ্নকারীকে ও যারা তাদের দ্বীনকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে হেফাজত করতে চান তাদেরকে বলছি, তারা যেন তাবলিগীদের সাথে না জড়ায় এবং তাদের সাথে বের না হয়। সেটা দেশের অভ্যন্তরেই হোক বা বিদেশে। তাদের সাথে বের হওয়া যাবে না।” (আল কাউলুল বালিগ ফিত্তাহযীরে মিন জামায়াতিত তাবলীগ, পৃ. ৩০)

● বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক শায়খ সা'দ আল-হুসাইন তাঁর লিখা “তাওহীদের তাৎপর্য ও আরব ভূখন্ডের বৈশিষ্ট” গ্রন্থে তাবলীগীদের ব্যাপারে লিখেছেন। তিনি এ জামায়াতের সাথে আট বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি বেশ কয়েক বছর এদের কর্মকাণ্ডের সাথে কাটিয়েছি, এদের কথা প্রচার করেছি, এদের ব্যাপারে কেউ কথা বললে তা প্রতিহত করেছি। ১৪০৪ হিজরীর রজব মাসের কোন একদিন আমার কাছে তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে একটি বিবৃতি এসে পৌঁছে। তাতে দেখতে পেলাম যে আসলে এরা সুফীবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে এবং বিভিন্ন বিদআ'ত এবং কুসংস্কারে জড়িত। বরং অনেক ক্ষেত্রে এরা শিরকের সাথেও জড়িত। এদের ‘তাবলীগী নেসাব’ নামক বইটি বিদআত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। অনেক আরব যারা দিল্লীতে গিয়ে তাদের আমীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে তাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, এ বাইয়াত চার তরিকারই এক নবসংস্করণ, যে চার তরীকা সুফীবাদের ভ্রান্ত ধারণার পরিচায়ক।” তিনি আরো লিখেছেন, “আমি সত্য জানার পর তাবলীগের প্রতি অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করি এবং এর নেতৃবৃন্দকে তাদের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা হককে গ্রহণ করেনি। যার ফলে এখন আমি লোকজনকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করি।”

● শায়খের লেখা এ বইটিতে শায়খ ড. সালেহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান, শায়খ ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উবুদ এবং শায়খ ড. সালেহ বিন সা'দ আস্‌সুহায়মী তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি তাঁদের কিছু কথা এখানে তুলে ধরি।

শায়খ ফাওয়ান তাঁর লিখায় উল্লেখ করেন, “এর শেষ পর্যায়ে আমরা দেখছি যে, এদের চিন্তাধারা অদ্ভুত। আমাদের দেশে এরা সন্দেহযুক্ত দাওয়াত দিচ্ছে, এদের অনেক নাম রয়েছে যেমন তাবলীগ জামায়াত, উমুক জামায়াত, উমুক জামায়াত ইত্যাদি। এদের একটিই লক্ষ্য, তা হল সঠিক দাওয়াতকে পাল্টিয়ে তাদের ভ্রান্ত দাওয়াত প্রচার করা। এরা পূর্বের শত্রুদের চেয়ে ভিন্নতর কিছু নয়, এরা সবাই সঠিক ইসলামের দাওয়াতকে নির্মূল করতে চায়, পার্থক্য শুধু পরিকল্পনার। যদি

এসব জামায়াত সত্যিই দাওয়াতের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করত তাহলে নিজ দেশ বাদ দিয়ে আমাদের দেশে আসতো না। কারণ তাদের দেশ দাওয়াতের কতই না মুখাপেক্ষী, সেখানে কতই না কুসংস্কারে ভরা! এরপরও তারা এসে তাওহীদের দেশকে আক্রমণ করেছে, এরা চাচ্ছে এর সঠিক সংস্কারের গতিকে বাধাগ্রস্ত করতে, এর যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করতে এবং তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়াতে। কেননা এরা দেখছে যে, আমাদের দেশে শাসক-প্রজা সকলেই শরিয়তের পাবন্দ, ইসলামের বিধিবিধান চালু রয়েছে, হৃদুদ বাস্তবায়িত হচ্ছে, সংকাজের আদেশ এবং অসংকাজের নিষেধের বিধান চালু রয়েছে, এজন্য এরা চায় এই নিয়ামতকে কেড়ে নিতে এবং এদেশকে অন্যান্য দেশের মত করতে, যেখানে ফেতনা ফাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। এছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আমাদের দেশে তারা আসছে যেখানে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস স্বচ্ছ, নেই কোন ফেতনা-ফাসাদ, আর নিজের দেশের প্রতি কোন ক্রক্ষেপ নেই- যেথায় রয়েছে ফিতনা-ফাসাদে ভরপুর..?

● শায়খ ড. সালেহ বিন আবদুল্লাহ আল-উবুদ তাঁর আলোচনায় বলেন, এটা খুবই সঙ্গত যে, ইনসাফের পাল্লা তাবলীগ জামায়াতের উপর ধরা হয়েছে, যার জন্মস্থল আরব ভূখন্ডের বাইরে, যারা দাওয়াতের কাজ করবে বলে ধারণা করে এবং আরব ভূখন্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে, নিজের অবস্থার দিকে দেখছে না। নিজের দেশের সংস্কার বাদ দিয়ে অন্য দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দেশেতো শিরক, কবরপূজা এবং মানুষের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন, বিশেষ করে মুসলমানদের। এদেরতো উচিত সর্বাগ্রে এদেরকে ঠিক করা। সৌদি আরব! আল্লাহর রহমতে এখানে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত, এখান থেকেই তাওহীদের বাণী গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বে এখনও এমন কোন দেশ নেই যেখানে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৌদি আরবের মত আল্লাহর ইবাদত ও শরীয়ত মান্য করা হয়। এখানেতো রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি এসব জামায়াত তাদের গোঁড়ামী ত্যাগ করে, অহংকার পরিত্যাগ করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নিজেদেরকে সংশোধন এবং সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেবে।

● শায়খ ড. সালেহ বিন সা'আদ আস্‌সুহায়মা তাঁর আলোচনায় তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে বলেন, “এটি সুফীবাদ, নকশবন্দী, সাহরুদী কাদেরীয়া, চিশতিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। এরা এই চার তরীকার পদ্ধতিতে লোকজনের নিকট হতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং কুরআনের বাণীকে বিকৃত করে, বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত জিহাদকে বিকৃত করে এর নাম দিয়েছে দ্বীনের মেহনত এবং আত্মশুদ্ধি। এরা তাবলীগী দাওয়াত নামে বিদআতী দাওয়াত চালু করেছে। তাবলীগে বের হওয়ার (চিল্লা দেয়ার) নামে বিদআতী কর্মকাণ্ড চালু করেছে; এছাড়াও তাদের নিকট যেসব বিদআতী কর্মকাণ্ড রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এরা সাধারণ ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের কথাও জানে না। এরা লোকজনকে ইসলামী জ্ঞানার্জন থেকে নিরুৎসাহিত করে, আলেম-উলামা সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছড়ায়। দাওয়াত দানের ইসলামী পদ্ধতির প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও এরা অজ্ঞ।”

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আলেম-উলামাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন, কেননা তাঁরা এসব দাওয়াত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাদের জীবন ও আমলে বরকত দান করুন এবং তাদের নেকী বৃদ্ধি করুন। আমি এ জামায়াত সম্পর্কে বলছি, এদের থেকে সাবধান, এরা বিভ্রান্ত জামায়াত, এদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না। এদের দলভারী দেখে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। কেননা, শয়তান এদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে, এরা নবী মুহাম্মাদের (সা.) হিদায়াত, সালফে-সালেহীনদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে, বিকৃত করেছে। এ জন্যই কবি বলেছেন :

আপনি অজ্ঞদের সঙ্গ নিবেন না, কেননা কত অজ্ঞ লোক

বিজ্ঞলোককে ধ্বংস করেছে যখন সে তাদের সঙ্গ নিয়েছে।

মানুষকে তার সঙ্গী সাথী দ্বারাই বিচার করা হয়ে থাকে

এজন্যই দেখতে হবে সে কার সঙ্গ নিচ্ছে।

হে প্রভু! আমাদেরকে সৎ পুথের দিশা দাও, ভ্রান্ত পথ হতে হেফাজত কর। আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে ফেলে বিভ্রান্ত করো না। ... কেননা তুমিই প্রকৃত পক্ষে দু'আ কবুল কারী।

● তাবলীগ জামায়াত তাদের নিজস্ব নীতি এবং পদ্ধতির উপর পরিচালিত হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এটা একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে, যারা তাদেরকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাদের বইপত্র বিশেষ করে ‘তাবলীগী নেসাব’ অধ্যয়ন করেছে, তাদের গোপন বৈঠকে যোগদান এবং বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তাদের আলোচনা শুনেছে এবং তাবলীগের জন্য বের হয়েছে (চিল্লা দিয়েছে), যাকে এরা আল্লাহর পথে বের হওয়া এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বলে অবিহিত করে থাকে। আমি কয়েক বছর পূর্বে ফ্রান্সে এক আরব তাবলীগীর আলোচনায় বসলাম। সে অনেক আলোচনা করল, কিন্তু এতে কুরআন হাদীসের কোন প্রমাণ পেশ করল না। কেননা যার কাছে কিছু নেই সে কি দেবে? এরা দাওয়াতের নামে বিদেশ ভ্রমণ করে অথচ দাওয়াতের কিছুই জানে না, দ্বীনের মৌলিক হুকুম আহকামও জানে না। এরা ওহী নাজিলের দেশের লোকদের মত লম্বা জামা-কাপড় পোষাক-আশাক পরিধান করে। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এ পোষাকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। তাই এদের এসব পোষাক-আশাক দেখে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে, অথচ এরা দ্বীনের হুকুম আহকামই ভালভাবে জানেনা। এরা দ্বীনের নামে দাওয়াতের নামে লোকজনকে বিভ্রান্ত করছে। এদের দ্বারা অনেক সাধারণ শিক্ষিত লোকজন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে, আর যারা জানে না তাদের কথা আর কিইবা বলবো, এরা তো প্রতি নিয়ত এদের দ্বারা ধোকা খাচ্ছে।

● ইউরোপের বড় বড় মসজিদ গুলোতে লোকজন এসে প্রায় ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আমি নিজে তা দেখেছি। যদি উত্তর দাতা তাবলীগের অনারব মুকুব্বী হয়, ইসলামী আকিদার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতির অনুসারী হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট পৌঁছতে হয় সুফীবাদের কাদেরীয়া, চিশতীয়া, রেফায়ীয়া, জিলানীয়া ইত্যাদি তরীকার মাধ্যমে। বরং শত শত কারামতের অধিকারীর দাবীদার, মিথ্যা ইলহাম পাবার দাবীদারদের মাধ্যমে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। আমরা আল্লাহর নিকট এই দুর্ভাগ্য হতে পানাহ চাই। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ

فَأَنْتَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ»- (يونس : ১০৬)

“আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন সত্ত্বাকে ডাকবেন না, যা আপনার না কোন উপকার করতে সক্ষম আর না ক্ষতি করতে সক্ষম। যদি আপনি এটা করেন তাহলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।” (সূরা ইউনুস : ১০৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

“مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نَذًا دَخَلَ النَّارَ”- (رواه البخارى)

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (বুখারী)

● মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই পবিত্র দেশে- যাকে আল্লাহ সব ধরনের চক্রান্ত ও অকল্যাণ হতে রক্ষা করেছেন- এক ওয়াজকারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তার ওয়াজ এভাবে শুরু করেন যে, “তাদের দাওয়াত হলো যিকির, ফিকির এবং দৃষ্টি অবনত করার উপর প্রতিষ্ঠিত।” একথা শুনে আমার মনে মহান আল্লাহর এ বাণীর কথা মনে পড়ে যায় :

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا

فُرُوجَهُمْ»- (النور : ২০)

“বলুন মুমিনদেরকে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।” (সূরা নূর : ৩০)

কিন্তু বিষয়টি অন্য রকম, তিনি কুরআন ও হাদীসের কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকেই তার ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো, “যদি কোন ভাইকে গুনাহ করতে দেখি তাহলে তাকে ভৎসনা করবো না, তাকে একাজে বাধা দিব না বরং তার প্রশংসা করবো যেন আমরা তার সমর্থন লাভ করি।” আমি জানিনা আপনারা দাওয়াতের এই পদ্ধতিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তারা কি কুরআনের কতিপয় আয়াতের উপর ঈমান আনবে আর কতিপয় আয়াতকে অস্বীকার করবে? তারা কি ইসলামের বিধি-বিধান তাবলিগী নেসাব থেকে গ্রহণ করবে এবং কুরআন হাদীসকে পরিত্যাগ করবে? এটি সত্যিই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার!!

● এ দাওয়াতের লোকজন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে পরিত্যাগ করা নিজেদের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে, মদপানকারীর মাথায় তারা চুমা খায় এই দলীল দিয়ে যে, এর দ্বারা তাদের অন্তরকে জয় করা যাবে। এসব ঘটনা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট স্পষ্ট।

মহান আল্লাহ তার রাসূল এবং সমস্ত সৃষ্টি কুলের জন্য যে দাওয়াত এবং ইবাদাতের পদ্ধতি চয়ন করেছেন সেটি সর্বকালের সব স্থানের জন্যই প্রযোজ্য। এই পন্থা ও পদ্ধতি থেকে বের হয়ে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাতে পরিবর্তন করার কারো কোন অধিকার নেই। এরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। কারণ, দাওয়াতের মূলনীতি হলো সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দেয়া। মহান আল্লাহ বলেন :

« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » - (آل عمران : ১১০)

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .
(رواه مسلم وأبو داود وغيرهما)

“তোমাদের কেউ খারাপ বা অন্যায় দেখলে তা হাত দ্বারা বাধা দিবে বা প্রতিহত করবে। যদি হাত দ্বারা বাধা দেয়া না যায়, তাহলে মুখের দ্বারা বাধা দিবে। যদি মুখের দ্বারা বাধা দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করবে, আর এটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।” (মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা)

● শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “মানুষ যে কাজটিকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে অথচ তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সমর্থন করেননি, তাহলে অবশ্যই এর উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। কেননা যদি এর উপকারই বেশী হতো তাহলে শরিয়ত এটিকে অবহেলা করতো না। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের কোন কল্যাণকর বিষয়ই বর্ণনা করতে ছাড়েন নি, যা মুমিনদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।”
(মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/৬২৪)

● এই জামায়াতের বিধানের উৎস হল তাদের ‘তাবলীগী নেসাব’ নামক গ্রন্থ, যাতে শিরক ও বিদআতে ভরপুর, এটি অনারবদের জন্য। আর আরবদের জন্য হল ‘হায়াতুস সাহাবা’ নামক গ্রন্থ যাতে এমন সব ঘটনা ও বর্ণনা রয়েছে যা সঠিক নয়। শেষোক্তটির লেখক হলো তাবলীগ জামায়াতের দ্বিতীয় আমীর মোহাম্মদ ইউসুফ খান দেহলভী। তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যুর পর এটি রচনা করেন এবং এরপর এনামুল হাসান এটি সম্পূর্ণ করেন, যিনি কিছুদিন পূর্বে ইস্তিকাল করেছেন। আর তাবলীগী নেসাব হলো তাদের আধ্যাত্মিক নেতা (তাদের মতে) জাকারিয়া খান দেহলভী রচিত। আমরা সচেতন পাঠকের নিকট কতিপয় এমন সব বিষয় উল্লেখ করছি যা এর অপরিচিত নাম হতেই আন্দাজ করা যায়।

● শায়খ সা’দ আল-হুসাইন তাঁর লিখা ‘হাকীকাতুত দাওয়া ইল্লাল্লাহ ওয়ামা ইখতাসাসাত বিহি জাযিরাতুল আরব’ গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ‘তাবলীগী নেসাব’ নামক একমাত্র অনারবদের জন্য লিখিত বইটিতে সহীহ হাদীসের ও কল্যাণের পথে দাওয়াত দানের পাশা পাশি আরো কতিপয় বিষয় রয়েছে :

১. হজ্বের পর মদীনা শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এ দলীল দিয়ে যে,

“مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي”

“যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং আমাকে যিয়ারত করল না, সে মূলত আমার সাথে কদর্য ব্যবহার করল।”

ইবনে আব্দুল হাদী তাঁর 'আসসরেম আল মানকী নামক গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি জাল ও মিথ্যা হাদীস।

২. নবী করীমের (সা.) কবরের নিকট গিয়ে এ বলে দু'আ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে,

"يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ"

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করছি।"

৩. হযরত আবু বকর ও উমরের কবরের পাশে এসে এ বলে সালাম দেয়া যে, আমি আপনাদের দু'জনের নিকট এলাম, আপনাদের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করছি এবং তিনি যেন আমাদের জন্য প্রভুর নিকট দু'আ প্রার্থনা করেন।

৪. হযরত রাসূলে করীম (সা.) হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে তাঁর হাত মুবারক কবর থেকে বের করে ছিলেন যেন শায়খ আহমদ রেফায়ী তাতে চুমা খেতে পারেন। আর তা ঘটেছিল নব্বই হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে।

৫. কাবা শরীফ কতিপয় নেককার বান্দার নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়।

৬. নবী করীমের (সা.) উপর দরুদ পাঠের ভাষা হলো নিম্নোক্ত রূপ :

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرٍ أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ
أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوسِ شَرِيعَتِكَ ، الْمُتَلَذِّذِ
بِتَوْحِيدِكَ ، إِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ ، السَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ ،
عَيْنُ أَعْيَانِ خَلْقِكَ ، الْمَتَقَدِّمُ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ"

"হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মদের উপর শান্তি বর্ষিত করুন। যিনি আপনার আলোর সাগর, আপনার গোপন খনি, আপনার দলীলের মুখপত্র, আপনার রাজত্বের বর, আপনার উপস্থিতি নেতা, আপনার রাজত্বের ধরণ, আপনার রহমতের ভান্ডার, আপনার শরিয়তের পথ, আপনার তাওহীদের সুধাপানকারী, প্রকৃত উপস্থিতির মানুষ, সৃষ্টির একমাত্র কারণ, আপনার সৃষ্টির উত্তম নমুনা এবং আপনার আলায়ে প্রথম আলোকিত।"

● সহীহ মুসলিমে আবু মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বশীর ইবনে সউদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনার উপর দরুদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলে কিভাবে আমরা আপনার উপর দরুদ পাঠ করব? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন অতপর বললেন, তোমরা বল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

“হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাজিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরের উপর বরকত নাজিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী।”

রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠের এই হলো সুন্নতী পদ্ধতি ও মাসনুন বাক্য, কিন্তু বিদআতী ও শিরকী শব্দ দিয়ে বানান দরুদ আপনার আলোর সমুদ্র ... এসব তাবলিগীদের আবিষ্কার। রাসূলই যদি সব কিছুর কারণ হন যেমনটি তারা বলছে, তাহলে আল্লাহর জন্য কি বাকী থাকল? আমরা আল্লাহর নিকট এসব থেকে পানাহ চাই।

● ‘তাবলিগী নেসাব’ বইটিতে অনেক মিথ্যা হাদীস, শিরকী কথাবার্তা ও উদ্ভট গল্প কাহিনী এবং সুফীদের স্বপ্নের কথাবার্তা রয়েছে, তাদের সুফী সাধকদের ভক্তি শ্রদ্ধা করার কথা এবং অনেক ভুল তথ্যে ভরপুর যা সাধারণ জ্ঞানবানদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে। আমি এখানে তিনটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো যেন সকলের নিকট বিষয়টি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। এরপর যারা জেনে বুঝে ধ্বংসের পথে এগুবে তাদেরকে আর কি বলা যাবে?

১. তাবলিগী নেসাবের ২য় খন্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় ফাজায়েলে হজ্জ অধ্যায়ে বলা

হয়েছে, “ওলী, গাউস এবং কুতুবরা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হতে হজ্জে শরীক হন। এটি এক সুবর্ণ সুযোগ তাদের নিকট হতে ফায়েজ, বরকত এবং তাদের কামালিয়তের নূর হতে আলো গ্রহণ করার।

● আমি বলছি এটি সম্পূর্ণ শিরক। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবে এবং ফায়েজ, নূর (আলো) এবং বরকত ওলী ও কুতুবদের নিকট থেকে চাইবে? অথচ মহান আল্লাহ বলেন :

«قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا- قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا»- (الجن : ২০-২১)

“বলুন, আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই।” (সূরা জিন : ২০-২১)

তিনি আরও বলেন :

«حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ»- (الحج : ৩১)

“আল্লাহর সাথে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে, এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।” (সূরা হজ্জ : ৩১)

আল্লাহ তাআলা হজ্জ ফরয করেছেন তাঁর নিদর্শনাবলীর সম্মান করার জন্য, তাঁর স্মরণকে সুউচ্চে স্থাপন করার জন্য এবং একমাত্র তাঁরই নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করার জন্য।

«ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»-

“এটি শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ ভীতিপ্রসূত।” (সূরা হজ্জ : ৩২)

২. তাবলিগী নেসাবের ২য় খন্ডের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে “শায়খ আবু ইয়াকুব সানুসী বলেন, আমার নিকট আমার এক মুরীদ এসে বলল আমি আগামীকাল যোহরের সময় মৃত্যুবরণ করব। পরের দিন সে কাবা শরীফে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করল, এরপর সামান্য একটু দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অতঃপর তাকে আমি গোসল দিলাম এবং দাফন করলাম। যখন তাকে কবরে রাখলাম সে তার চোখ খুলল এবং বলল, আমি জীবিত। আর আল্লাহর প্রত্যেক আশেক (আল্লাহ প্রেমিক) জীবিতই হয়।”

৩. তাবলিগী নেসাবের ২য় খন্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে, “শায়খ ইউসুফ ইবনে আলী বলেন, হাশেমী বংশের এক মহিলা মদীনা শরীফে বাস করত। তার কিছু খাদেম তার উপর অত্যাচার করত। সে নবী করীম (সা.) এর নিকট অভিযোগ পেশ করলে নবী করীম রওজা মুবারক হতে জবাব দেন এ বলে যে, তুমি কি আমার মাঝে উত্তম আদর্শ পাওনা, তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন আমি ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। মহিলা বলেন, এ কথা শুনার পর আমার সব চিন্তা দুঃখ দূর হয়ে যায় আর যে তিনজন খাদেম আমার প্রতি জুলুম করত তারা মারা যায়।”

● আমি বলছি, এটি হলো ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস যা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলছে যে, রাসূল (সা.) ৬ষ্ঠ হিজরী শতকে তাঁর হাত কবর থেকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যেন আহমাদ রেফা'য়ী তাতে চুমা খেতে পারে, আর তা ছিল নব্বই হাজার লোকের সামনে, যেমনটি বলেন মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রক্বানী আব্দুল কাদের জিলানী। (দেখুন তাবলিগী নেসাব, খ. ২, পৃ. ১৩০-১৩১)

● এটি আল্লাহর রাসূলের শানে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে হাত বাড়িয়ে দেননি তাতে চুমা দেয়ার জন্য। তাহলে মৃত অবস্থায় কবরে কিভাবে এটা হতে পারে? তাঁর জন্য আমি ও আমার মা-বাবা কোরবান হোক, রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, মৃত্যুই হল দুনিয়ার জীবনের শেষ। মহান প্রভু বলেন :

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» - (آل عمران : ১৮০)

“প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে।” (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার চোখের সামনেই ইন্তিকাল করেন।” রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করত সে জেনে রাখ মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখ যে, আল্লাহ জীবিত, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। অতপর তিনি মহান আল্লাহর এ বাণী পাঠ করেন :

«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يُضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ»-

“আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদাপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর তাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।” (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

● সকলের উপর ওয়াজিব হল এ জামায়াত সম্পর্কে সতর্ক হওয়া, যে জামায়াত বিদআত ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত বরং শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, কবরবাসীদের সম্মান করা, ভন্ডদের পবিত্রা বর্ণনা করা এবং তাদেরকে মাধ্যম বা ওয়াসিলা বানিয়ে নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, তাদের নিকট সাহায্য ও মদদ প্রার্থনা করা হতে। কিছু লোক এ কথা বলে যুক্তি দেখায় যে, আরবের তাবলিগীদের নিকট কোন ভ্রান্ত আকিদা নেই, একথা মোটেই গ্রহণীয় নয়। কেননা, অনেকেই এদের সাথে এবং এদের বিদআতী কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আর যে ব্যক্তি জড়ায়নি তাকে দেখবেন, তাদের দাওয়াতের সেই ফাজায়েলে আমল এবং যিকির-আযকারের মাঝেই সীমিত হয়ে পড়েছে, অন্যান্য মূলনীতির ধারে কাছেও নেই- যার উপর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত। এদের অনেকেই বার্ষিক এজতেমায় হাজির হয় আর বড় বড় অনারব বিদআতীদের সাথে বৈঠকাদি করে। এটি খুবই বিপজ্জনক বিষয়। তারা নিজেরা তাওহীদের ব্যাপারে জানলেও অন্যদেরকে এদিকে আহ্বান করে না, শিরক থেকে

বারণ করে না, তারা তাবলিগী পন্থার উপর চলে, এজন্যই তারা ভৎসনার যোগ্য। আর যারা এদেরকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে এদেশে এসে এসব ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ছড়ার জন্য, তাদের অপরাধ কোন অংশেই কম নয়। এসব অনুসারী সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ আশংকা রয়েছে। কেননা এরা খুবই শ্লো পয়জন ছড়াচ্ছে। কবি বলেন :

সব রোগেরই আরোগ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু

সে রোগের আরোগ্য নেই যে তোমার দ্বীনের ব্যাপারে রোগ ছড়ায়।

প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে, আগুনের লেলিহান শিখা সামান্য আগুনের কণা থেকেই সৃষ্টি হয়।

● একথা প্রমাণিত যে কতিপয় আরব তাবলিগী চিল্লায় বিদআতী কর্মকান্ড করে, যেমন দলবদ্ধভাবে যিকির করা। তারা হাক্কা করে বা কাতার বন্দী করে বসে, এরপর কান্নার ভাব করে যিকির করে যদি তাদের পরিচালক অনারব তাবলিগী হয়। এর আগে তারা বয়ান (ওয়াজ) শুরু করে আর সে হল জাহেল, তার নিকট তার কুতুব ওলীর নিকট হতে রুহানী ফায়েজ আসে বলে তারা ধারণা করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই তাওহীদের দেশে এমন লোকও আছে যারা তাদের পক্ষে সাফাই গায়, তাদের দাওয়াতের প্রশংসা করে এবং তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করে, তাদের পক্ষে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করে। তারা এ যুক্তি পেশ করে যে, এরাতো পাপীদেরকে তাওবা করায় এবং তাদের উপর সুপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা তাদেরকে তাওবা করিয়ে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়, এতে কিইবা লাভ? তাদেরকে খারাপ থেকে আরো বেশী খারাপের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

● শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ উসাইমীন (রহ.) বলেন, তারা যদি তাদের ছয় উসূলকে হাদীসে জীবরাঈল দ্বারা পরিবর্তন করে নিত তাহলে কতইনা ভাল হতো। কেননা সে হাদীসেই দ্বীনের কথা নিহিত। হাদীসটি মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমরা একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে এসে উপস্থিত হল। তার পোশাক অত্যন্ত সাদা ও পরিচ্ছন্ন ছিল, মাথার চুল কুচকুচে কালো ছিল (এবং দূরদেশ হতে সফর করে আসার

কোন চিহ্নও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না)। অথচ আমাদের মাঝে কেউ এই নবাগতকে চিনত না। এ ব্যক্তি উপবিষ্ট লোকদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে দুই হাঁটু বিছিয়ে বসল এবং নিজের দুই হাঁটু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে দিল ও নিজের দুই হাত নিজের দুই উরুর উপর রাখল। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! বলুন, ইসলাম কাকে বলে? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “ইসলাম (অর্থাৎ উহার স্তম্ভ হচ্ছে) এই যে, ১. তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল। ২. নামায কয়েম করবে। ৩. যাকাত আদায় করবে। ৪. রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং ৫. আল্লাহর ঘরের হজ্ব করার সামর্থ থাকলে হজ্ব পালন করবে। এই নবাগত প্রশ্নকারী হযরত (সা.)-এর এ উত্তর শুনে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেনঃ এই নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে ও এর উত্তরকে সত্য ও ঠিক বলে ঘোষণা করতে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। অতপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এখন বলুন, ঈমান কাকে বলে? নবী করীম (সা.) উত্তরে বললেন : ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, পয়গম্বর ও পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে ও সত্য বলে মেনে নেবে এবং প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারণ (তকদীর)-কে সত্য বলে জানবে ও মানবে। একথা শুনে নবাগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর সে বললঃ আমাকে বলুন, ইহুসান কাকে বলে? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন : ইহুসান হলো এমনভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর তুমি যদি তাঁকে না-ও দেখতে পাও তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন (এ কথা মনে জাগরুক রাখা)। সে লোকটি বলল, কিয়ামত কবে হবে সে সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন : যার নিকট প্রশ্নটি করা হয়েছে, সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক কিছু জানে না। সে বলল, আপনি তার নিদর্শনসমূহ বলে দিন। তিনি বললেন : (এর একটি নিদর্শন এই যে) দাসী নিজের সম্রাজ্ঞী ও মনিবকে প্রসব করবে। (দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে) তুমি দেখতে পাবে, যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই, যারা শূণ্যহাত ও ছাগলের রাখাল, তারা বড় বড় প্রাসাদ রচনা করবে এবং এ কাজে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এ সব কথা বলার পর এই নবাগত লোকটি চলে গেল। এরপর আমি কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। তারপর নবী

করীম (সা.) আমাকে সম্বোধন করে বললেন : “হে উমর! এ প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী করীম (সা.) বললেন : তিনি ছিলেন জিবরাঈল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এ মজলিসে এসেছিলেন।” (মুসলিম)

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো এখন পর্যন্ত শুনা যায়নি যে, তাদের কেউ এ মহান হাদীসের কথা উল্লেখ করেছে তাদের কোন বয়ানে, না এর কোন ব্যাখ্যা কেন দিন দিয়েছে, না তাওহীদের ব্যাখ্যা কেউ আলোচনা করেছে, শিরক ও তার ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে। বরং একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, রিয়াদের এক মসজিদে তাওহীদের আলোচনা শুরু হলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেছে। এর চেয়েও জঘন্য হলো যে, তারা তাওহীদ পন্থীদেরকে কটাক্ষ করে, তাদের ব্যাপারে এবং তাদের লেখা বই পত্র সম্পর্কে সতর্ক করে। যাদের অবস্থা এধরনের তাদের কাছ থেকে কি মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বা ভাল কিছু আশা করা যায়? তাদের দাওয়াত যদি তাওহীদের দিকে না হয়, তাহলে কিসের দিকে?

● তাওহীদের জ্ঞান এবং এ সংক্রান্ত শায়খ মুহাম্মাদ সালাহ উসাইমীনের কথা খুবই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা’আলা তার নাম সমূহ এবং গুণাবলী সংক্রান্ত জ্ঞানই হল প্রকৃত জ্ঞান, আল্লাহর পানে যাবার চাবিকাঠি এবং শরিয়তের মূল ভিত্তি। শায়খ বলেন, তাওহীদের যখন এই মর্যাদা তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো একে জানতে হবে, শিখতে হবে, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যেন তার দ্বীনের ভিত্তি সঠিক জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ঈমানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও নিশ্চিততা থাকে, যার ফল সে সারা জীবন পেয়ে সুখী ও ধন্য হবে।

● তাবলীগ জামায়াতের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতে মোহাম্মদ ইলিয়াস আল-হানাফী আল-চিশতী আল-দেওবন্দীর হাতে ১৩৪৪ হিজরী সনে। দেওবন্দী বলা হয়ে থাকে দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারত উপমহাদেশে হানাফীদের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসার দিকে সম্পৃক্ত করে। মাদ্রাসার লোকজন ধারণা করে যে, নবী করীম (সা.) নিজেই এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তাদের শায়খ মুহাম্মদ কাসেম নানাতুভীর উপস্থিতিতে ১৫ই মুহাররম, ১২৮৩ হিজরীতে। তাদের ধারণা মতে রাসূল (সা.) তাঁর খলিফা এবং সাহাবীদের নিয়ে কখনো কখনো এ মাদ্রাসায় উপস্থিত হন সুস্বভাবে মাদ্রাসার হিসাব দেখার জন্য।

● রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবা এবং খলীফাদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে মাদ্রাসার হিসাব দেখার মিথ্যা কাহিনী ফাঁদা ঐসব মিলাদ পাঠকারীদের মত যারা মনে করে যে, রাসূল (সা.) তাদের মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন এবং তাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। তারা মিলাদে এ কবিতা পাঠ করে-

هذا الحبيب مع الأحياب قد حضرا
وسامح الكل فيما قد مضى وجرى

এই বন্ধু তাঁর বন্ধুদের সাথে নিয়ে হাজির হয়েছেন

সবকিছুই ক্ষমা করেছেন যা ঘটেছে এবং ঘটছে।

● রাসূল (সা.) বিদআতী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেননি এবং সুফীদের মিলাদ মাহফিলেও উপস্থিত হন না। তিনি আলমে বারজাথে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। রাসূলের জন্য আমি ও আমার মা-বাবা কোরবান হোক। আল্লাহ ব্যতীত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। কিন্তু বিদআতীরা দ্বীনের নামে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করে যাচ্ছে।

● রাসূল (সা.) কারো কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ ঘটাতে সক্ষম নন। মহান আল্লাহ বলেন :

« قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنِ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ »-

“বলুন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই।” (আহ্‌কাফ : ৯)

● সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উম্মে আ'লা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন হযরত উসমান ইবনে মাযউন ইস্তিকাল করেন তখন আমি বলি, হে আবুস সায়েব! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করেছেন। আমি আপনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূল (সা.) বলেনঃ “তুমি কিভাবে জানলে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? সেতো এখন তার রবের নিকট চাক্ষুস গমন করেছে। আমি তার জন্য কল্যাণ আশা করছি। আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল হয়েও জানিনা যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কেমন

আচরণ করা হবে?” উম্মে আ'লা বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এরপরে আর কারো ব্যাপারে প্রশংসা করে সাক্ষ্য দেব না।’

রাসূল (সা.) যেদিন তাঁর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.), তার ফুফু সাফিয়া এবং মেয়ে ফাতেমাকে ডেকে বলেন, “তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য খরিদ করে নাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।” (বুখারী) [যে ফাতেমার ব্যাপারে রাসূল বলেছেন, সে আমার শরীরের টুকরো, কেউ তাকে কষ্ট দিলে আমি কষ্ট পাই, ব্যাথা দিলে আমি ব্যাথা অনুভব করি।]

● এটিই হক যাকে আমরা বিশ্বাস করি এবং সঠিক বলে মান্য করি। কিন্তু স্বার্থান্বেষীরা আল্লাহর বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের আকিদা বিশ্বাসকে নষ্ট করে এবং তাদের মাঝে শিরক ছড়ায়।

● রাসূলে কারীম (সা.) বলেন :

“مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -”

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বানিয়ে বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তৈরী করল।” (বুখারী, মুসলিম) সুতরাং তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যারা এই জামায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করে, তারা কি তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই কঠিন ও কঠোর শাস্তি যোগার ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকবে? তাদের মিথ্যাচারিতার বিরোধিতা করবে না? প্রকৃত পক্ষে সঠিক পথের দিশা একমাত্র মহান প্রভুই দান করেন।

● শায়খ মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন হেলালী (রহ.) তাঁর “আস্‌সিরাজ আল মুনীর ফী তানবিহে জামায়াতিত তাবলীগ আলা আখতায়েহীম” গ্রন্থে তাদের ধারণা মতে রাসূল কর্তৃক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মন্তব্য লিখেন, হে লোক সকল! আপনারা পাঠ করুন আর আশ্চর্যবোধ করুন যে, আল্লাহর রাসূল কিভাবে সেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যে মাদ্রাসা তাঁর সুন্নতের সাথে যুদ্ধ করছে এবং তাঁর হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করছে। এরা হল আকিদাগত ভাবে ‘মাতুরিদিয়া’ পন্থী, মাজহাব গতভাবে ‘হানাফী’। তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ এবং দ্বীনের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, যা রাসূল (সা.), খুলাফায়ে রাশেদা এবং আবু হানিফাও (রহ.) পছন্দ করেন না। কেননা আবু হানিফার

আকিদা যা সাব্যস্ত হয়েছে তা মাতুরিদিয়া আকিদা এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো-

“যদি তোমার কোন লজ্জাশরম না থাকে তাহলে, তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার।”

● তিনি আরো বলেন, নবী করীম (সা.) কেন তাদের হিসাব দেখার জন্য আসবেন? তারা কি রাসূলকে এ পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে যে, তিনি এসে তাদের মাদ্রাসার খানাপিনার হিসাব দেখবেন? এটা রাসূলের শানে কতবড় অভদ্রতা, কত নীচুতা! লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্। মানুষের অজ্ঞতা, গোড়ামী ও অন্ধঅনুসরণ তাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাতে পারে ?

● তাবলীগ জামায়াত অনেক মুসলিম দেশেই তাদের কার্যক্রম নিয়ে হাজির হয়েছে। যে সব দেশে লোকদের ধর্মবিশ্বাসে কোন রকমের দুর্বলতা পায়নি সেখানে তারা মসজিদের কোনায় বসে তাদের বিষবাস্প ছড়াচ্ছে। একজন ছাত্র আমার নিকট এসে বলল যে, এরা কালেমায়ে তাওহীদের ব্যাখ্যা এ ভাবে করে, তা হলো ‘অন্তঃকরণ হতে ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করে সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর যাতে উপর, আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন রিযিক দাতা নেই, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তত্ত্বাবধায়ক নেই।’ এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা শুধুমাত্র তাওহীদুর রবুবিয়াতই সাব্যস্ত হয়। আর এ কথা সুবিদিত যে শুধুমাত্র তাওহীদুর রবুবিয়াত দ্বারা ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাবলিগীদের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেই এই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হল : ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (মাবুদ, হকুমদাতা) নেই। ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’র সাক্ষ্যের অর্থ হলো তিনি যা নির্দেশ করেছেন তার আনুগত্য করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তার নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা। তাবলিগীরা কি তাদের দাওয়াতে এবং ইবাদতে এসব কথার গুরুত্ব দেয়, এদেরতো এসব ভাল লাগে না। কেননা এটা মানলে তো তাদের মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করতে হয় এবং তাদের মুরব্বীদের আকিদা-বিশ্বাস পাল্টাতে হয়, যারা তাদের অনুসারীদেরকে সুফীবাদের চার তরীকার উপর বাইয়াত গ্রহণ করে, এদেরকে তারা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম বলে সাব্যস্ত করে। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

● বর্তমান বিশ্বে সুফীদের অনেক পন্থা ও তরীকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সুফী কোন একটি তরিকার ব্যাপারে ঐক্যমত হতে পারে না, যে তরিকায় ইসলাম এসেছে, যদি তারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের খিদমত করে- যেমনটি তাদের ধারণা। কিন্তু ওটা না হবার কারণ হল স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় টাকা-পয়সা আয়রোজগারের বিষয় জড়িত। (মাজাল্লাতুত তাওহীদ, জামায়াতে আনসারু সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়া, মিসর)

এক সুফী বলেন, “যদি আল্লাহ কোন জাতির উপর জালেমকে চাপিয়ে দেন তাহলে কারো উচিত নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করে কিংবা এ ব্যাপারে মনে কষ্ট অনুভব করে।’ এ জন্য এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করে। এরা তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে ইসলামের বিপক্ষে এবং বিধর্মীদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

● মিসরে জামায়াতে আনসারু সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফকী (রহ.) বলেন :

“এই সুফীবাদের তরীকা আজ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা কুফরী, মূর্তি পূজা এবং ভভামীর প্রসার ঘটচ্ছে। তারা পরহেজগারীর ভান করে ভভ-প্রতারকদের কাছে টেনে মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে, আর তাদের শায়খদের পকেট ভারী করছে। এ সব শায়খ শয়তানের চেলা। এরা মানুষের মাঝে জাহেলিয়াতের প্রাথমিক যুগের অন্ধকার ছড়াচ্ছে, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করছে এবং মুসলিম উম্মাহকে এই অন্ধকার জাহেলিয়াত, অন্ধঅনুসরণ এবং আহম্মকীর দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলছে, যেন তাদেরকে শত্রুরা সহজেই হজম করতে পারে। এই সুফীবাদের তরীকাই হল ইহুদীদের আশা ভরসার স্থল, যা দ্বারা তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। এই সুফীবাদের তরীকাই ইসলামের খেলাফতকে ধ্বংসকারী অপরাধী হাত। সুফীবাদের মাশায়েখরাই মরোক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ভারত, সুদান এবং মিসরসহ সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে কাজ করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং তাদের একনিষ্ঠ সেবক। এরা মুসলমানদের সর্বদা অধীনতা কামনা করে, চায় না তাদের একতা ও শক্তি। আমিও তাদের দলের একজন ছিলাম। আমি তাদের গোপনীয় সব বিষয়ই জানতে পেরেছি, তাদের

দুরভিসন্ধি অবগত হয়েছি। সেই মহান প্রভুর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, যার জন্য নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন যেন তারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আমি তাদের ষড়যন্ত্র, কুফরী সম্পর্কে অবগত। এজন্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং যতদিন আমার শরীরে একফোটা রক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব, শয়তানের দলের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের ব্যাপারে- আমার রবের সাহায্য কামনা করে এবং রাসূলে কারীমের পথ অনুসরণ করে, ধৈর্যধারণ করে- এরা আল্লাহর দুশমন। আমি একথা বিশ্বাস করি যে, শুভপরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য এবং মহান আল্লাহ তার মুহসিন ও মুত্তাকী বান্দাদের সাথে রয়েছেন।” (জামায়াতে আনসারুস সুন্নাহ মুহাম্মাদিয়া : উৎপত্তি, লক্ষ্য এবং লোকজন)

● তাবলীগ জামায়াত ও এ ধরনের অন্যান্য ভ্রান্ত দল ও জামায়াত প্রকৃত পক্ষে মুসলিম দেশগুলোতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পদক্ষেপ নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। এরা লোকদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসে ডুবাতে চাচ্ছে, চাচ্ছে শিরক ও বিদআত ছড়াতে। আমাদের কাছে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন :

«الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ»۔ (الأنعام : ৮২)

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।” (সূরা আনআম : ৮২)

● শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা’দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “ভয়, আজাব, অশান্তি হতে সঠিক সহজ সরল পথের দিকে হেদায়াত পাওয়া, যদি তাদের ঈমান শিরকের সাথে না জড়ায় এবং গুনাহ না করে তাহলে সে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি ঈমানের সাথে কোন শিরকে না জড়ালেও তারা গুনাহ করেছে তাহলে তারা হেদায়াত ও শান্তি পাবে কিন্তু পুরাপুরি পাবে

না। এই আয়াত থেকে একথা বুঝা যায় যে, যাদের এই দুটি বিষয়ের কোনটিই অর্জিত হবে না, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অশান্তি ও গোমরাহী। (তফসীর ইবনে সা'দী) বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে সকলের নিকট প্রতীয়মান হবে।

● সমস্ত বাতিল ফেরকাগুলো মুসলিম দেশগুলোতে আকিদা বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই এসেছে। আজ মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন দলাদলিতে বিভক্ত, তাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মপন্থাতে কোন মিল নেই, এর কারণ হল মুসলমানদের অসচেতনতা এবং জ্ঞানবানদের প্রতি সুধারণা। পূর্বের আলেম-উলামারা কারো মাঝে ভাল দিক থাকলে তার প্রশংসা করতেন আর খারাপ কিছু থাকলে তাও প্রকাশ করতেন। কেননা এতে মুসলিম উম্মার কল্যাণ রয়েছে। ফলে তারা ভাল-মন্দ জানতে পারবে এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে হেফাজত করা যাবে। দেখুন জারহ ও তা'দীলের কিতাব সমূহ (যাতে বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ উল্লেখ করা হয়েছে)। এতে বলা হয়েছে উম্মক ব্যক্তি এমন, উম্মকের মাঝে এ দোষ রয়েছে ইত্যাদি। এটা এ জন্যই করা হয়েছে যে, দ্বীন হল নসিহত বা সৎ উপদেশ দেয়ার নাম, যা রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

● ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে (রহ.) কতিপয় লোক বলেন, উম্মক এ ধরনের, উম্মক ও ধরনের, এসব বলতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়। তখন ইমাম আহমাদ বলেন, “যদি আপনি চুপ থাকেন এবং আমিও চুপ থাকি তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে ভাল-মন্দ চিনতে পারবে।”

“কেউ যদি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তাহলে সেটা তার নিজের জন্য। আর যখন কোন বিদআতীর ব্যাপারে বলবে তখন সেটা হবে মুসলমানদের জন্য, এটিই উত্তম কাজ। তিনি আরো বলেন, “যদি আল্লাহর রহমতে খারাপের পথে বাধাদানকারী কেউ না থাকতো তাহলে দুনিয়া ক্ষেতনা ফাসাদে ভরে যেত। এদের ফাসাদটা শত্রুর দেশ দখলের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, শত্রুরা দেশ দখল করলেও অন্তঃকরণকে জয় করতে বা বিপর্যস্ত করতে পারবে না, কিন্তু এরা প্রথমেই অন্তঃকরণকে বিপর্যস্ত করে দ্বীনকে বিনষ্ট করে ফেলে।”

(মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/২৩১-২৩২)

● সত্যি কথা বলতে কি তাবলীগ জামায়াত দ্বীন ও আকল সবই নষ্ট করে

ফেলেছে। তা না হলে কিভাবে চিন্তা করা যায় যে, ডাক্তার তার চেম্বার ছেড়ে চলে যাবে, কৃষক তার জমি চাষাবাদ ত্যাগ করে রওয়ানা হবে, ইমাম তার মসজিদ ফেলে যাত্রা করবে। ছাত্র তার খেলাপড়া বাদ দিয়ে বের হবে, স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে চিল্লায় যাবে অথচ সে এখন নয় মাসের গর্ভবতী, তার দেখাশুনা করার কেউ নেই। বয়স্ক ব্যক্তি তার ছেলেমেয়েদের ছেড়ে চলল চিল্লায়, আর বাচ্চারা গেল গোল্লায়। এটিই হল বাস্তব চিত্র। চিল্লায় বের হল কয়েক মাসের জন্য। কোন এক অনাবর সুফীর নেতৃত্বে গেল এমন দেশে যার ভাষা সে জানে না। এদের অনেকেই ভালমত ওয়ু করতে জানে না, ফরজ ওয়াজিব জানে না, আরকান আহকাম জানে না। তাহলে এই দাওয়াতের অবস্থা কেমন হতে পারে?

প্রকৃত পক্ষে তাদের দাওয়াত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক দাওয়াত থেকে ভ্রান্ত দাওয়াতের দিকে আহবান। এটা সঠিক তাওহীদের দাওয়াত থেকে বের হয়ে শিরক এবং কবরের চার পাশে তওয়াফ করার দাওয়াত। এদের দ্বারা বিভ্রান্ত এক যুবক বলে, আমি তাদের সাথে যখন বের হই তখন ছিলাম একত্ববাদের সঠিক অনুসারী, আমার মাঝে কিছু শুনাহের কাজ অবশ্য ছিল। কয়েক মাস যাবার পর আমি হয়ে গেলাম কবর পূজারী। পরে আল্লাহ আমাকে সঠিক হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, সবাই এ অবস্থায় পৌছবে।

যারা এখনও এদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা শায়খ হুমুদ আততুওয়াইজেরী (রহ.) তার আল-কাউলুল বালীগ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাবলীগের ব্যাপারে অনেক আলেম-ই উল্লেখ করেছেন। এক ছাত্র মদীনা শরীফ থেকে তাদের সাথে সুদূর হানাকিয়া গিয়েছিল। তাদের আমীর ছিল তাবলীগ জামায়াতের এক মুক্কাব্বী। রাতের বেলায় সে দেখতে পেল যে, সে আমীর ঢুলে ঢুলে হু হু করছে। তখন তাকে চেপে ধরলে সে নড়াচড়া বন্ধ করে। সকালে সে সকলকে জানায় যে তাদের ভারতীয় আমীর রাতে কি করেছিল, তখন সেই আমীর তার কাজকে এনকার করে বলে, ‘সে ওয়াহাবী হয়ে গেছে। খোদার কসম! যদি আমার কাছে এ শক্তি থাকতো তাহলে ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যেম এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের সব বই পুড়িয়ে ফেলতাম, দুনিয়াতে এর কোন চিহ্ন রাখতাম না।’ আলেম-উলামার উপর তাদের ক্রোধ ও হিংসা বিদ্বেষের জন্য

একটি ঘটনাই যথেষ্ট। এরা সে সব কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে যা মুসলমানদের সঠিক হেদায়েতের পথ দেখিয়ে আসছে!!

● তাবলীগ জামায়াতের প্রকৃতি এবং তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি জানার জন্য কিছু পরীক্ষা রয়েছে। আমাদেরকে তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বললে আমরা বই পড়ার জন্য কিছু শর্ত দেই। যেমন কিতাবুত তাওহীদ, কাশফুশ শুবহাত, আল উসুল আসসালাসা ওয়া আদিল্লাতুহা, ওয়াল কাওয়ায়েদুল আরবা ইত্যাদি। যদি এ শর্ত মেনে নেয় তাহলে বিষয়টির উপর গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে, আর যদি তা প্রত্যাখান করে তাহলে যা শুনে আসছি তাই রয়েছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বের হবে সে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে!! এটা তার জন্য, যে এখনো তাদের ব্যাপারে আশাবাদী, নচেৎ যেমন বলা হয়ে থাকে, “শিরোনাম দেখলে বুঝা যায় ভিতরে কি আছে।”

● প্রিয় দ্বীন ভাই! আপনি এদের সম্পর্কে পড়েছেন, এদের বিষয়ে জেনেছেন, এ জামায়াতের ভিত্তি সম্পর্কে, এদের মুরুব্বীদের চিন্তাধারা সম্পর্কে, যদি তাদের কথা আলোচনা করা হয় তাহলে লেখনি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এজন্য সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে যাচ্ছি যা জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট।

আমি আমার ভাইদের জন্য পুনরায় বলছি, যারা এ জামায়াতের প্রতি আগ্রহী, এদের দাওয়াতের পন্থায় বিভ্রান্ত এদের দাওয়াত ও আমল প্রত্যক্ষ করেছেন, তারা চিন্তা করে দেখুন যে, এদের মাঝে গোড়ামী কত বেশী, এরা ইবাদত করার ক্ষেত্রে কত অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদের মাঝে কত কুসংস্কার, বিদআত ভরা! তাহলেই সূর্যের মত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই সতর্ক ও বুদ্ধিমান হতে হবে। এজন্যই বলা হয়েছে :

সূর্য্য হল সত্য আর চক্ষু হল এর দৃষ্টি

কিন্তু অন্ধের নিকটে তা অপ্রকাশ্য থাকে।

আলেম-উলামাদের দৃষ্টিতে তাবলীগ

● আপনার হাতে যে বইটি এখন বর্তমান, তা শুধু এর লেখকের মতই ব্যক্ত করছে না; বরং এতে বিভিন্ন আলেম উলামার অভিমত, বক্তব্য ও উদ্ধৃতি রয়েছে। যাদের কথা গ্রহণ করার জন্য কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে অভিমত গ্রহণ করার জন্যে মহান আল্লাহ বলেন :

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (الأنبياء : ৭)

“তোমরা জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা তা না জান।” (আম্বিয়া : ৭) আল্লাহ এসব আলেম-উলামাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। নিম্নে তাদের কথা ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল।

শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়খ (রহ.), সাবেক গ্র্যাড মুফতী, সৌদী আরব (রহ.) তাঁর রাজকীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে লেখা পত্রে বলেন,

● মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীমের পক্ষ হতে সম্মানিত আমীর খালেদ বিন সউদ, প্রধান দিওয়ানুল মালাকী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবাবাকাতুহ। অতপর- আমি আপনার ৩৭/৮/৫ ডি. ২১/১/১৩৮২ হি. তারিখের পত্রটি পেয়েছি এবং এর সাথে সংযুক্ত আবেদন পত্র মহামান্য বাদশার নিকট যাতে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হামেদ আলকাদেরী, শাহ আহমাদ নূরানী, আব্দুস সালাম কাদেরী এবং সউদ আহমাদ দেহলভী এর পক্ষ থেকে তাদের প্রকল্প “কুল্লিয়াতুদ দাওয়া ওয়া তাবলীগ আল ইসলামিয়া” এর জন্য এবং এর সাথে তিনটি পত্র সংযুক্ত ছিল।

আমি মহাত্মনের নিকট এ প্রতিবেদন পেশ করছি যে, এই সংগঠনে কোনই ফায়দা নেই; এটি একটি বেদআতী এবং গোমরাহ সংগঠন। সাথে সংযুক্ত ছোট বই

তিনটি পড়ে দেখলাম তাতে গোমরাহী এবং বিদআতে ভরপুর। এতে কবর পূজা এবং শিরকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে- বিষয়টি এমনই যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। এজন্য অবশ্যই আল্লাহ চাহেন তো আমি এর প্রতিবাদ লিপি পাঠাব যেন এর বিভ্রান্তি ও বাতিল প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং তাঁর কালেমাকে সুউজ্জ্বল রাখেন। অসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তারিখ ২৯/১/১৩৮২ হিজরী

(তথ্য সূত্র : ফতওয়া ও চিঠিপত্র, শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়খ, খ. ১. পৃ. ২৬৭-২৬৮)

● শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.) এর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল-

আমি ভারত ও পাকিস্তানের এক জামায়াতের সাথে বের হয়েছিলাম। আমরা একত্রিত হতাম এবং নামায পড়তাম এমন সব মসজিদে যাতে কবর রয়েছে, তাতে নামায পড়লে তা বাতিল হয়ে যাবে, আমার এ নামাযের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমি কি এ নামায পুনরায় পড়ব? এসব স্থানে তাদের সাথে বের হবার হুকুম কি?

উত্তর : আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতপর- তাবলীগ জামায়াতের নিকট আকিদার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা নেই। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া উচিত নয়। একমাত্র যার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে সে বের হতে পারে, যেন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে এবং প্রয়োজনীয় নসিহত করতে পারে এবং তাদেরকে কল্যাণ মূলক কাজে সহায়তা করতে পারে। কেননা, তারা তাদের কাজের ব্যাপারে খুবই তৎপর। কিন্তু তারা আরো অধিক জ্ঞানের মুখাপেক্ষী এবং আলেম-উলামাদের প্রতি মুখাপেক্ষী, যারা তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহর জ্ঞানে আলোকিত করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং এর উপর সাবেত রাখুন।

আর যে মসজিদে কবর রয়েছে তাতে নামায পড়া জায়েয নয়। আপনার উপর ওয়াজিব হলো এতে যে নামায পড়েছেন তা পুনরায় পড়ে নেয়া। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন :

"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ" - (متفق عليه)

“আল্লাহ তা’য়ালা ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।” (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সা.) আরো বলেন :

"أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَأَكُم عَنْ ذَلِكَ" - (رواه مسلم)

“সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি। (মুসলিম)

এ অধ্যায়ে অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) তার পরিবার এবং সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাযের নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন, তারিখ ৬/১২/১৪১৬ হিজরী, মক্কা শরীফ :

হে শায়খ! আমরা তাবলীগ জামায়াত এবং তারা যে দাওয়াত দিচ্ছে সে সম্পর্কে শুনে আসছি। আপনি কি আমাকে এ জামায়াতের মাঝে शामिल হবার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন? আপনার নিকট এ ব্যাপারে উপদেশ ও দিক নির্দেশনা কামনা করছি। আল্লাহ আপনাকে অনেক সাওয়াব দান করুন।

উত্তর : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করবে সেই মুবাল্লেগ। নবী করীম (সা.) বলেন :

"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"

“তোমরা আমার নিকট হতে একটি আয়াত পেলেও তা অন্যের নিকট পৌছে দাও।” কিন্তু ভারতের তাবলীগ জামায়াত- তাদের নিকট রয়েছে কিছু কুসংস্কার, বিদআত এবং শিরকী কার্যক্রম। সুতরাং তাদের সাথে কারো বের হয়ে যাওয়া জায়েয হবে না, একমাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত যে দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী যেন তাদেরকে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে এবং দ্বীনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু যদি কেউ তাদের অনুসরণ করার জন্য বের হতে চায় তাহলে নয়, কেননা তাদের নিকট কুসংস্কার এবং ভুলভ্রান্তি রয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু যদি জামায়াতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকে এবং তাদের সাথে বের হয়ে আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়, তাদের দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দেয়, কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেয় এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয় এতে তারা যদি তাদের বাতিল মাযহাব ত্যাগ করে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাজহাবের দিকে ফিরে আসে, তাহলেই বের হওয়া যাবে।

● এখানে কতিপয় প্রশ্নের উল্লেখ করা হল যা শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীনকে করা হয়েছিল তাবলীগ জামায়াত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাখার ব্যাপারে।

প্রথম প্রশ্ন :

● আমি কিছু দা'যীর সাথে বের হয়েছিলাম দ্বীনের দাওয়াতের কাজে। তাদের সাথে বের হলে তাদের কার্যক্রমের মাঝে ছিল কিছু সময় যিকিরের হালকা। এসব হালাকায় দুই/তিন জন করে ভাগ করে দেয়া হত, তারা কুরআনের শেষ দশটি সূরা অতঃপর তাশাহুদ এবং দরুদ শরীফ (দরুদ ইব্রাহীমি) পাঠ করত নিয়মিতভাবে, এ আমল করার হুকুমের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা?

● উত্তর : ইবাদত হল তাওকীফী অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত। এজন্য কোন মানুষই কোন ইবাদত করতে পারবে না যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দিষ্ট করেন নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অস্বীকার করেছেন তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো তৈরী করা ইবাদত করবে।

মহান আল্লাহ বলেন :

« أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ »- (الشورى : ২১)

“তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য রয়েছে তাদের জন্য যারা বিধান তৈরী করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি, যদি চুড়ান্ত ফয়সালা না থাকত তবে তাদের মাঝে এখনই দফারফা করে দেয়া হত।” (সূরা শুরা : ২১)

ইবাদত হল তাওকীফী- তার ধরণ, পরিমাণ, গুণাবলী, সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে। সুতরাং ইবাদত অবশ্যই শরিয়ত মোতাবেক হতে হবে। প্রশ্নকারী যা উল্লেখ করেছে, এইভাবে ক্রমধারায় আল্লাহর যিকির কুরআন তিলাওয়াত করার তা দেখতে হবে যে, শরিয়তে এভাবে সাব্যস্ত রয়েছে কিনা? যদি রাসূল (সা.) থেকে এভাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে মাথা পেতে নিতে হবে। আর যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে তাহলে যা রাসূল (সা.) থেকে সাব্যস্ত রয়েছে তাই যথেষ্ট। আমি জানিনা যে, রাসূল থেকে এভাবে যিকির ও কুরআন পাঠ সাব্যস্ত রয়েছে। এজন্যই আমার ভাইদের অনুরোধ করছি যারা এর সাথে জড়িত তারা যেন তা পরিত্যাগ করেন এবং রাসূল (সা.) থেকে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত আমল করেন। সেটিই তাদের জন্য উত্তম এবং এর প্রতিফলও ভাল হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :

● যিকিরের হালকায় আলোচনা হয় শুধুমাত্র ছয়টি বিষয়ে, যাকে তারা ছয় উসূল বলে। তাহলো কালেমা তাওহীদের তাহকীক, অতপর নিষ্ঠার সাথে নামায, অতপর যিকিরের সাথে ইলম, অতপর মুসলমানকে সম্মান করা, অতপর নিয়ত সহীহ করা, অতপর আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া এবং আল্লাহর পথে বের হওয়া। প্রশ্ন : এই উসূল বা মূলনীতি কি দ্বীনের সবকিছুকে শামিল করে নাকি দ্বীনের কিছু ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি থাকলে সেটা কি?

● উত্তর : এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সর্বোত্তম বাক্য হল আল্লাহর কালাম বা কথা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত। পূর্ণ কালাম, উত্তম কালাম, স্পষ্ট কালাম, ব্যুৎ কালাম হলো আল্লাহ

এবং তাঁর রাসুলের কালাম। নবী করীম (সা.) দ্বীনের পূর্ণ বর্ণনা করেছেন যা হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন,

"بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَدْرَكَ بَيْنَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ ثُمَّ

انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنْ
السَّائِلُ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ
أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ بَيْنَكُمْ”-

“আমরা একদিন নবী করীমের (সা.) নিকট বসা ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি সম্মুখ দিক হতে এসে উপস্থিত হল। তার পোশাক অত্যন্ত সাদা ও পরিচ্ছন্ন ছিল, মাথার চুল কুচকুচে কাল ছিল এবং দূরদেশ হতে সফর করে আসার কোন চিহ্নও তার উপর পরিস্ফুট ছিল না। (সেজন্য তাকে দূরদেশের লোক বলেও সন্দেহ করা যায় না)। অথচ আমাদের মধ্যে কেউই এই নবাগতকে চিনত না। (ফলে তাকে দূরদেশের লোক বলেই মনে করা হলো)। এই ব্যক্তি উপবিষ্ট লোকদের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে নবী করীমের (সা.) সম্মুখে এসে দুই হাঁটু বিছিয়ে বসল এবং নিজের দুই হাঁটু নবী করীমের (সা.) দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে দিল ও নিজের দুই হাত নিজের দুই উরুর উপর রাখল। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! বলুন, ইসলাম কাকে বলে? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন : ইসলাম (অর্থাৎ তার স্তম্ভ হচ্ছে) এই যে, ১. তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ‘ইলাহ’- উপাস্য ও আনুগত্য করার যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল। ২. নামায কায়েম করবে। ৩. যাকাত আদায় করবে। ৪. রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং ৫. আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। এই নবাগত প্রশ্নকারী হযরতের (সা.) এই উত্তর শুনে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ‘উমর’ (রা.) বলেন, এই নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে ও রাসূলের উত্তরকে সত্য ও ঠিক বলে ঘোষণা করতে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম। অতঃপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এখন বলুন, ঈমান কাকে বলে? নবী করীম (সা.) উত্তরে বললেন : ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, পয়গম্বর ও পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে ও সত্য বলে মেনে নেবে এবং প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্ধারণকে (তকদীর) সত্য জানবে ও মানবে। একথা শুনে নবাগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এরপর সে বলল, আমাকে বলুন ইহুসান কাকে বলে? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন : ইহুসান হলো এমনভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর তুমি যদি তাঁকে না-ও দেখতে পাও তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন (একথা মনে জাগরুক রাখা)। সে লোকটি বলল, কিয়ামত কবে হবে সে সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন, যার নিকট প্রশ্নটি করা হয়েছে, সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক কিছু জানে না। সে বলল, আপনি তার নিদর্শনসমূহ বলে দিন। তিনি বললেন : (তার একটি দর্শন এই যে,) দাসী নিজের সম্রাজ্ঞী ও মনিবকে প্রসব করবে। (দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে,) তুমি দেখতে পাবে, যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই, যারা শূন্যহাত ছাগলের রাখাল, তারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছে এবং একাজে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব কথা বলার পর এই নবাগত লোকটি চলে গেল। কিছু সময় পার হবার পর নবী করীম (সা.) আমাকে সম্বোধন করে বললেন : ‘হে উমর! এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল, তাকি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী করীম (সা.) বললেন : তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এই মজলিসে এসেছিলেন। (মুসলিম)

প্রশ্ন কারী যে সব বিষয় উল্লেখ করেছে তা ভাল, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা অপূর্ণ। অপূর্ণতার কারণ হল রাসূল যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা উল্লেখিত হাদীসে জিবরাঈলে বলা হয়েছে। রাসূল বলেছেন, “তিনি জিবরাঈল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।” অতএব আমার ভাইদের জন্য নসিহত যারা এই ছয় উসুলকে নিজের চলার জন্য মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা যেন এই চিন্তাধারা পরিবর্তন করে এই মহান হাদীসে যা এসেছে সেদিকে ফিরে আসে, যাকে নবী করীম (সা.) দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব প্রথমেই ইসলামের পাঁচ স্বস্ত বা আরকানকে ভালভাবে জানতে হবে, অতপর জানতে হবে ঈমানের ছয় আরকানকে, অতপর ইহুসানকে- এভাবেই তারা পূর্ণ দ্বীনকে জানতে ও শিখতে পারবে।

তৃতীয় প্রশ্ন :

● কেউ কেউ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা করে এ বলে যে, তা হল অন্তর থেকে ভ্রান্ত বিশ্বাস বের কবে সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর জাতের উপর। আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন রিষিক দাতা নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত কার্য পরিচালনাকারী কেউ নেই। এই ব্যাখ্যা কি সঠিক? যদি এ ব্যাখ্যা সঠিক না হয়, তাহলে সঠিক ব্যাখ্যা কি?

● উত্তর : এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, এ ব্যাখ্যা দ্বারা কেবল তাওহীদুর রবুবিয়াত বুঝায়, যা দ্বারা কোন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। যদি প্রবেশ করতে পারত এবং নিজেদের সম্পদ ও রক্তকে হেফাজত করতে পারত তাহলে মুশরিকরা- যাদের মাঝে নবী করীম (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন তারা মুসলমান বলে গণ্য হত, তাদের রক্ত বৈধ হত না। কেননা তারা পূর্ণ ঈমান রাখত এবং স্বীকার করত যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকারী, রিষিকদাতা সব কাজের পরিচালনাকারী। এতদসত্ত্বেও তারা ইসলামের মাঝে প্রবেশ করেনি বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রীদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে ছিলেন এবং তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছিলেন। কালেমায়ে তাওহীদের সঠিক অর্থ হল- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব মাবুদ বাতিল।

মহান আল্লাহ বলেন :

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»- (لقمان : ৩০)

“এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। তিনি সর্বোচ্চ, মহান।” (সূরা লোকমান : ৩০)

মুসলমানেরা এই মহান কালেমা থেকে এই অর্থই বুঝেছে। এজন্যই তাদের (মুশরিকদের) ব্যাপারে বলা হয়েছে :

«إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ - وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَكُمْ لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ»-

“তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তখন তারা ঐক্যত প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?” (সূরা সাফফাত : ৩৫-৩৬)

এর দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মুশরিকরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ এদের চেয়ে ভাল করে জেনেছিল যারা এর অর্থ শুধুমাত্র বিশ্বাস অর্থ করেছে এবং ঈমান হল আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টিকারী রিযিকদাতা। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের উপর অবশ্য করণীয় হল লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হতে তাওবা করা এবং সঠিক ব্যাখ্যার দিকে ফিরে আসা, যার উপর সকল মুসলমান ঐক্যমত, “সত্যিকার মাবুদ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই” এই কালেমার সঠিক অর্থ মুশরিকরা পর্যন্ত বুঝেছিল যাদের সাথে রাসূল (সা.) যুদ্ধ করেছিলেন, সত্যিকার মা’বুদ আর কেউ নেই, আর এটিই হল সঠিক অর্থ। সুতরাং এই প্রশ্নকারীর উপর অবশ্য কর্তব্য হল, সে যেন হকের দিকে, সত্যের পানে ফিরে আসে এবং বলে যে, তাওহীদুর রবুবিয়াত এক জিনিস, আর তাওহীদুল উলুহিয়াত আরেক জিনিস, একটিকে বাদদিয়ে অন্যটি পূর্ণতা লাভ করবে না। তাওহীদুর রবুবিয়াতের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী :

«إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»-(الحجر : ৮৬)

“নিশ্চয় আপনার প্রভু তিনিই সৃষ্টিকারী সবকিছু জ্ঞাত।” (সূরা হিজর : ৮৬)
আল্লাহর এ বাণী :

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»-(الفاحة : ১)

“সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।” (সূরা ফাতিহা : ১)

আর তাওহীদুল উলুহিয়াত এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর এ বাণী :

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»-(آل عمران : ১৮)

“আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আলে ইমরান : ১৮)

অতএব মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং একথা জেনে রাখবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদত পাবার যোগ্য নয়, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে এবং আমাদের ভাইদেরকে সেরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখান। তাদের পথ যাদের উপর তিনি করুণা করেছেন- নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের পথ।

চতুর্থ প্রশ্ন :

● আমি যে সব গল্প শুনেছি তা বর্ণনা করার হুকুম কি? আমি এর সত্যতা সম্পর্কে জানি না। এসব গল্পে বলা হয়ে থাকে মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য। তেমনি ভাবে মিথ্যা গল্প বলা এবং এমন হাদীস বর্ণনা করার হুকুম কি যার সত্যতা বা দুর্বলতা কিছুই জানিনা।

● উত্তর : কোন মানুষের জন্য এটা জায়েয হবে না যে, সে গল্প বলুক বা ওয়াজ করুক এবং তাতে এমন হাদীসের কথা উল্লেখ করে যা সে জানে না যে, এটি সহীহ কিনা। তেমনিভাবে কারো জন্য জায়েয হবে না যে, সে দুর্বল বা জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করে। তবে যদি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে এর দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য এবং লোকজনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য, তাহলে জায়েয এবং এটিই ওয়াজিব। তেমনি ভাবে এমন গল্প বলবে না যাতে ধারণা করা হয় যে, এতে কারামত আছে। আর এমন কোন গল্প বা কেসুসা বলবে না যে সম্পর্কে জানে যে এটি মিথ্যা। কেননা এর দ্বারা মিথ্যা বলা হচ্ছে এবং লোকজনকে ধোকা দেয়া হচ্ছে।

পঞ্চম প্রশ্ন :

● তাদের বয়ানের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার হুকুম কি? তেমনিভাবে মসজিদ থেকে গাস্তে বের হবার সময়?

● উত্তর : সম্মিলিতভাবে দু'আ করা তা নসিহতের পর অথবা মসজিদ থেকে বের

হবার সময় কিংবা দাওয়াতে বের হবার সময়, এর কোন ভিত্তি বা দলীল নেই। এটি এক প্রকার বিদআত। এজন্য উচিত হবে লোকজনকে একথা বলে বুঝান যে, যারা এসব করেছে তা শরিয়ত সম্মত নয়, তারা যেন শরিয়ত মোতাবেক কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে আসে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন :

● সাপ্তাহিক এতেকাফে বসা প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে, তাদের কেন্দ্রসমূহে এই দলীল দিয়ে যে, হাদীস বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ঘরে একরাত এতেকাফ করবে আল্লাহ তা’আলা তার মাঝে এবং দোজখের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। এক খন্দক থেকে আরেক খন্দকের দূরত্ব হল আসমান জমিনের মাঝের দূরত্বের সমান।

● উত্তর : প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে এতেকাফে বসা নিঃসন্দেহে বেদআত। নবী করীম (সা.) হতে একথা সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারকে এতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন। বরং এ কথাই প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি প্রথমে রমযানের প্রথম দশ দিন এতেকাফ করেন। এর পরের বছর দ্বিতীয় দশ দিন এতেকাফে বসেন। এরপর তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে লায়লাতুল কদর শেষ দশকে। এরপর থেকে তিনি মৃত্যু অবধি রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেন। শুধুমাত্র একবার বিশেষ কারণে রমযানে এতেকাফ করতে পারেননি বিধায় শাওয়াল মাসে এতেকাফ করেন। তিনি হযরত উমরকে (রা.) কাবা ঘরে তাঁর একদিনের এ’তেকাফের মানত পূরা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রশ্নকারী যে হাদীসের উল্লেখ করেছে তার কোন ভিত্তি রয়েছে বলে জানি না। (তথ্য সূত্র : শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতওয়া)

শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানীর (রহ.) জবাব

শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানীকে (রহ.) প্রশ্ন করা হয়- তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এদের সাথে কোন তলেবে ইলম বা অন্য কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াতের দাবীতে বের হতে পারে?

● উত্তর : তাবলীগ জামায়াত আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীসের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং আমাদের সালফে সালেহীনদের পন্থার উপর নয়। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের সাথে বের হওয়া জায়েয হবেনা। কেননা এটা আমাদের সালফে সালেহীনদের তাবলীগের পন্থার পরিপন্থী। দাওয়াতের কাজে বের হবেন আলেম বা বিদ্বান ব্যক্তি। আর এরা যারা বের হচ্ছে তাদের উপর অবশ্য করণীয় হল নিজের দেশে জ্ঞান শিক্ষা করা, মসজিদে মসজিদে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা যেন আলেম তৈরী হয়, যারা দাওয়াতের কাজ করবে। এ অবস্থায় তলেবে ইলমদের উচিত যেন এদেরকে তাদের দেশেই কুরআন হাদীস শিক্ষার জন্য আহবান জানায়। মানুষকে আল্লাহর পানে দাওয়াত বলতে তারা অর্থাৎ তাবলীগীরা কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করে না। বরং তারা এই দাওয়াতকে বিতর্ক করে ফেলেছে। এরা যদিও মুখে বলে যে, তাদের দাওয়াত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তা নিছক তাদের মুখের কথা, এদের কোন একক আকিদা-বিশ্বাস নেই যা তাদেরকে একত্রিত করতে পারে। এ জন্যই দেখা যায় এ হল সুফী, ও হলো মাতুরিদী, সে আশায়েরী আর এরা তো কোন মাযহাবেই নেই। আর এর কারণ হল তাদের আকিদা-বিশ্বাস জটপাকানো। এদের নিকট স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব। এদের জামায়াত প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশত বছর পার হয়ে গেল কিন্তু এত লম্বা সময়ের পরও তাদের মাঝে কোন আলেম তৈরী হলোনা। আমরা এজন্যই বলি আগে জ্ঞানার্জন কর, এরপর একত্রিত হও, যেন একত্রিত হওয়া যায় নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর, যাতে কোন মতভেদ থাকবে না।

তাবলীগ জামায়াত বর্তমানে সুফী মতবাদের ধারক বাহক জামায়াত। এরা চরিত্র সংশোধনের ডাক দেয় কিন্তু আকিদা-বিশ্বাস, এর সংস্কার ও সংশোধনের ডাক দেয় না। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কেননা তাদের ধারণা মতে এর দ্বারা বিভক্তি সৃষ্টি হবে। জনাব সা'দ আল হুসাইন এবং ভারত-পাকিস্তানের তাবলীগের মুরব্বীদের সাথে বেশ কিছু পত্র যোগাযোগ হয়। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা অসিলা, উদ্ধারকারী (ইস্তিগাসা) এবং এ ধরনের অনেক ধারণাই সমর্থন করে। তারা তাদের অনুসারীদের নিকট সুফীবাদের চার তরীকার উপর বাইয়াত গ্রহণ করে। প্রত্যেক তাবলীগীকে এই চার তরীকার ভিত্তিতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, এদের প্রচেষ্টায় অনেক মানুষই আল্লাহর পানে ফিরে এসেছে। বরং কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে, এদের সাথে বের হবার জন্য এবং তাদের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে বলছি যে, এটা আমরা অনেক শুনেছি এবং জানি, সুফীদের কাছ থেকে অনেক ঘটনাই জানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি শায়খের আকিদা ফাসেদ হয়, হাদীস জানে না বরং লোকজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এতদ্বসত্বেও অনেক ফাসেক লোক তার হাতে তাওবা করে। যে দলই ভাল বা কল্যাণের দিকে ডাকবে অবশ্যই তার অনুসারী পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা দৃষ্টি দিচ্ছে যে সে কিসের দিকে আহ্বান করছে? সেকি কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালাহীনের আকীদার দিকে ডাকছে এবং কোন রকম গোড়ামী রাখেনা কোন মাযহাবের ব্যাপারে এবং সুন্নতের অনুসরণ করে যেখানেই তা পায়। তাবলীগ জামায়াতের কোন ইলমী তরীকা বা পন্থা নেই। তাদের পন্থা হল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তার জন্ম হয়েছে। এরা সব রঙেই রঙ্গীন হয়। (ইমারাতী ফতওয়া, আলবানী, পৃ. ৩৮)

● শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফী (রহ.)-এর উত্তর

শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফিফীকে (রহ.) প্রশ্ন করা হয়েছিল- মানুষকে আল্লাহর মহত্ত্বের কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামায়াতে বের হওয়া সম্পর্কে।

● শায়খ (রহ.) এর জবাবে বলেন, বাস্তবে তারা বিদআতী, বিকৃতকারী এবং কাদেরীয়া ও অন্যান্য তরীকার অনুসারী। তারা ফী সাবিলিল্লাহে (আল্লাহর

পথে) বের হয়নি বরং ইলিয়াসের (প্রতিষ্ঠাতা আমীর) পথে বের হয়েছে, তারা কুরআন হাদীসের দিকে ডাকে না, তারা ডাকে ইলিয়াসের দিকে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে বের হবার অর্থ হল জিহাদে বের হওয়া, তাবলীগে বের হওয়া নয়। আমি অনেক অনেক দিন আগে থেকে তাবলীগের লোকজনকে চিনি। এরা বেদআতী, যে স্থানেই থাকুক না কেন, মিসরে, ইসরাঈলে, আমেরিকায় বা সৌদী আরবে। এরা সকলেই তাদের শায়খ বা মুরুন্সী ইলিয়াসের সাথে সম্পৃক্ত। (শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী ফতওয়া, খ. ১, পৃ. ১৭৪)

● শায়খ সালেহ আল ফাওয়ানের নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, আপনার অভিমত কি- যারা সৌদী আরবের বাহিরে যায় দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তারা কখনো জ্ঞানার্জন করেনা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিতও করে না। তারা কিছু নির্দিষ্ট কথাবার্তা আওড়ায়। তারা এ দাবী করে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াতের পথে বের হবে আল্লাহ তার প্রতি এলহাম করবেন; এবং তারা এ দাবীও করে যে, দাওয়াতের জন্য এলম বা জ্ঞান শর্ত নয়। আর আপনি ভালভাবেই জানেন যে, সৌদী আরবের বাহিরে গেলে বিভিন্ন ধরনের মাযহাব ও ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। হে শায়খ! আপনি কি মনে করেন যে, একজন দায়ীকে অবশ্যই জ্ঞানের অশ্রের অধিকারী হতে হবে যেন লোকদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে? বিশেষভাবে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যেখানে মুজাদ্দের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াতকে প্রতিহত করা হচ্ছে। আমার প্রশ্নের উত্তর কামনা করছি, যেন সকলেই উপকৃত হতে পারি।

● উত্তর : আল্লাহর পথে বের হবার অর্থই হল জিহাদে লড়াই করতে বের হবার নাম। আজকে যারা এর অর্থ করে তাবলীগে বের হওয়া, এটি বিদআত, সালফে সালেহীন থেকে এ অর্থ বর্ণিত হয়নি। মানুষ আল্লাহর পথে বের হবে, এটা নির্দিষ্ট নয় বিশেষ কতক দিনের সাথে, চল্লিশ দিন বা এর চেয়ে কম বা এর চেয়ে বেশী। বরং তার সামর্থ অনুযায়ী বের হবে। তেমনিভাবে দায়ীকে অবশ্যই আলেম হতে হবে। কেউ জাহেল থেকে দ্বীনের পথে দায়ী হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

«قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ»-

“বলে দিন, এ হল আমার পথ। আমি আল্লাহর পথে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই।”

(সূরা ইউসুফ : ১০৮)

অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা দা'য়ীকে অবশ্যই জানতে হবে, সে যেরূপে ডাকছে তা কি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, না হারাম অথবা মাকরুহ? তাকে জানতে হবে কুফরী, শিরক, অবাধ্যতা কি? তাকে জানতে হবে জ্ঞানের পথ কোনটি, কেননা জ্ঞানার্জন করা ফরজ। আর জ্ঞান শিক্ষা লাভ করা ছাড়া অর্জিত হয় না, এলহামের দ্বারা জ্ঞান অর্জন হয় না। জ্ঞান ব্যতিরেকে আমল করা বিভ্রান্তি এবং শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞানার্জনের আশা করা ভুল। (তথ্য সূত্র : দাওয়াত ও ইলমের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য, শায়খ ফাওয়ান)

● শায়খ আল ফাওয়ান অপর এক প্রশ্নকারীর উত্তরে তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আরো বলেন :

“আমাদের দেশে আল্লাহর রহমতে অন্য কোথাও থেকে তরীকা বা পন্থা নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। বরং তাদের উচ্চ হকের দাওয়াতকে আঁকড়ে ধরে অন্যান্য ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস পন্থা ও কর্মনীতি ছুঁড়ে ফেলা সেটা তাবলীগ জামায়াতই হোক বা অন্য কোন সন্দেহযুক্ত জামায়াতই হোক। তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে অনেক অনেক কথা শুনেছি। যারা এদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিল তাদের নিকট হতেও জেনেছি। এদের মাঝে অনেক বেদআত এবং কুসংস্কার রয়েছে এদের কর্মনীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসূচী ও কর্মনীতির পরিপন্থী, এটি বেদআতী সুফী জামায়াত। অবস্থা যখন এই তখন এদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। বিশেষ ভাবে এই সৌদী আরবে যেখানে আল্লাহর অশেষ রহমতে কুরআন হাদীসের সালফে সালেহীনদের দাওয়াত বিদ্যমান রয়েছে, ইসলামী বই পুস্তক লেখা হচ্ছে, বিতরণ করা হচ্ছে, যার ফলে এর অধিবাসীরা স্বচ্ছ আকিদার অধিকারী। এছাড়া অন্যান্যরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে হকের পথের অনুসারী হচ্ছে। যে দাওয়াতই সংস্কারমূলক হবে, রাসূলের কর্মনীতি ও কর্মসূচীর আলোকে হবে, আকিদা-বিশ্বাসকে সঠিক করতে এবং শিরক ও বেদআতকে উৎখাত করতে কাজ করবে তা-ই গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে দাওয়াত এর চেয়েও নিম্নস্তরের দাওয়াত

দেয় গুনাহ ত্যাগ করার যা শিরকের চেয়ে নিম্নস্তরের এবং আমল করার কথা বলে আর তাওহীদের দিকে আহবানকে পরিত্যাগ করে এবং শিরককে এনকার করে না এবং কিছু নফল ইবাদত, যিকির-আযকার এবং বেদআতী কর্মসূচী ও নীতি গ্রহণ করে, যেমন বেদআতী চিল্লা দেয়া এবং ইসলামী জ্ঞানার্জনের প্রতি অনিহা, যার দ্বারা সঠিক আকিদা জানা যায় এবং শরয়ী ইবাদত ও মুয়ামালাত বুঝা যাবে তা পরিত্যাগ করে কিছু ফাজায়েলে আমল নিয়ে আঁকড়ে থাকা, এটি হল অপূর্ণ দাওয়াত, যার দ্বারা কোন ফায়দা হবেনা। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হবেনা এ জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখা এবং এদের সাথে চলা। কেননা এর দ্বারা কোন দ্বীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ হবে না এবং আকিদা বিশ্বাস প্রগাঢ় হবে না। কেননা, দ্বীন মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপকারী জ্ঞান এবং সৎকাজের উপর ভিত্তি করে। মহান আল্লাহ বলেন :

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»۔ (الصف : ৯)

“তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন সমস্ত দ্বীনের উপরে একে বিজয়ী করা যায়, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”

(সূরা সফ : ৯)

হেদায়েত হল উপকারী জ্ঞান আর সত্যদ্বীন হল আমলে সালেহ। কোন আমলই জ্ঞান ছাড়া ভাল হতে পারে না। আর জ্ঞান ছাড়া আমল করা যায় না। সুতরাং যে দাওয়াতই কিতাব ও সুন্নাহর কর্মসূচীর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, রাসূলের দাওয়াতের নীতির অনুসরণ করবে না সে দাওয়াত হবে অপূর্ণ অথবা বাতিল, সে দাওয়াতের নাম যা-ই দেয়া হোক না কেন। মূল্যায়ন হয় বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে কোন কিছুর নামের উপর ভিত্তি করে নয়, অনেক লোক সমর্থন করছে বলে ভাল মন্দের ফয়সালা করা যাবে না। ফয়সালা হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে। মহান আল্লাহ বলেন :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»- (النساء : ৫৭)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের। যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তোমরা তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। এটিই উত্তম এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।” (সূরা নিসা : ৫৯)

কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে মত পার্থক্য দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে যাদের উদ্দেশ্য সঠিক থাকবে। আর কুরআন হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে বিভেদ ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে যা বাস্তব অবস্থাই প্রমাণ করে। আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে হকের উপর সাবেত রাখেন এবং হেদায়েত পাবার পর আমাদের অন্তঃকরণকে বক্র না করে দেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার এবং সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

১৩/৫/১৪১৭ হিজরী

সালেহ আল ফাওযান

শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউতের উত্তর

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের উপর। অতঃপর আমি দীনহীন (আব্দুল কাদের আরনাউত) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট দু'আ করে লিখছি। আমাকে কতিপয় তালাবে ইলম তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যে জামায়াত শুরু হয়েছে শায়খ মোহাম্মদ ইলিয়াস বিন মোহাম্মদ ইসমাঈল খান দেহলভীর হাতে (মৃত্যু : ১৩৬৩ হি.)। তিনি এ জামায়াতের প্রথম আমীর। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব দেওবন্দী তরীকায় পাঠ করেছিলেন। লোকদের নিকট থেকে সুফীবাদের পন্থায় বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং লোকজনকে ইসলামী চরিত্রের দিকে আহ্বান করেন। তিনি ইত্তিকাল করলে তার ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ খান দেহলভী খেলাফত লাভ করেন এবং তিনি 'হায়াতুস সাহাবা' নামক গ্রন্থের লেখক। এরপরে খেলাফত লাভ করেন তৃতীয় আমীর হিসেবে এনামুল হাসান। এদের প্রত্যেক দেশেই একজন করে আমীর রয়েছে যারা মূল আমীরকে অনুসরণ করে। এদের মাঝে সুফীমতবাদের তরীকা রয়েছে, যেমন নকশবন্দী, কাদেরীয়া তরীকা ইত্যাদি। এই জামায়াতের উদ্দেশ্য হল আত্মসংশোধন এবং অন্যদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য দাওয়াত দেয়া। কিন্তু তারা আকীদা ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়না অথচ এটিই হল আল্লাহর পানে দাওয়াত দানের মূল ভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

«فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»۔ (محمد : ১৭)

“অতএব জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।” (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম এদিকেই অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ এবং সঠিক আকিদার দিকে আহ্বান করেছিলেন। তাদের নিকট জিহাদ হলো নাফসের জিহাদ এবং কথার দ্বারা দাওয়াত দেয়া এবং তাবলীগের জন্য বের হওয়া (চিহ্ন দেয়া)। তাদের কর্মসূচী ও পাঠ্যসূচী হল সূরা ফাতিহার সাথে

কুরআনের কতিপয় ছোট সূরা পাঠ করা, রিয়াদুস সালাহীন, হায়াতুস সাহাবা এবং আত্মশুদ্ধির বই পাঠ করা এবং ফাজায়েলে আমল তালাস করা হয় উসূল বা মূল নীতির আলোকে। তাদের হয় উসূল হলো :

১. কালেমা তাইয়েবার তাহকীক করা, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) তাদের নিকট এর অর্থ হল ভ্রান্ত ধারণাকে অন্তঃকরণ থেকে বের করে দিয়ে সঠিক বিশ্বাস তথ্য স্থাপন করা সুফীবাদের তরীকায়।

২. খুশু খুজুর (নিষ্ঠা ও এখলাসের সাথে) সাথে নামায।

৩. ফাজায়েলের জ্ঞান যিকিরের সাথে।

৪. মুসলমানদের সম্মান করা।

৫. নিয়ত সঠিক করা।

৬. আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া এবং আল্লাহর পথে তাবলীগী পন্থায় (চিল্লায়) বের হওয়া।

এটি যথেষ্ট নয়। একজন মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো যে, সে তাওহীদের সংস্কার করবে, এর সাহায্য করবে। কেননা অনেক দেশেই কবর পূজা ও মাজার বিদ্যমান, সকলকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার জন্য সতর্ক করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

«قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ط وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»-

“বলে দিন, এ হল আমার পথ। আমি আল্লাহর পথে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করে। আল্লাহর জন্যই স্তুতি এবং আমি মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত নই।” (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের বছর পর্যন্ত মক্কায় তাওহীদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং আকিদা বিশ্বাসকে ঠিক করেছেন। সুতরাং ওয়াজিব হল আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালাহীনের তরীকায়। আজকে অনেক দলই দাবী করে যে, মত পার্থক্যের সময় তারা কুরআন হাদীসের দিকেই ফিরে আসে কিন্তু বাস্তবে তারা রাসূল কর্তৃক সাব্যস্ত সঠিক পন্থার সম্পূর্ণ উল্টো ও বিপরীত কাজটি করছে, সাহাবায়ে কেরামের কাজের বিপরীত কাজ করছে।

● তাবলীগ জামায়াত- সুফীবাদের কাদেরীয়া নকশবন্দীয়া তরীকার অনুসারী। এরা সঠিক আকিদার সাথে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস মিশিয়ে দিচ্ছে, সুন্নাহ এবং বিদআতের মাঝে মিশ্রণ ঘটানো এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সুন্নাহের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে মানুষের তৈরী পদ্ধতির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করছে। তারা জিহাদের ব্যাখ্যাকে মেহনত বা নফসের জিহাদ বলছে। তারা তাবলীগী দাওয়াতের বিশেষ তাবলীগী সফরের (চিল্লার) আহ্বান জানাচ্ছে। এরা আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন কথাই বলে না যা ইসলামের মূল ভিত্তি। অতএব মুসলমানদের উচিত সেই পন্থা ও কর্মসূচীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যা কুরআন ও হাদীস এবং সালফে সালেহীন থেকে পাওয়া গেছে। আর এই প্রত্যাবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যা শুরু করেছেন এবং রাসূলদেরকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা শুরু করা না হবে। আর সেটা হল আল্লাহর তাওহীদ এবং একে শিরক, বিদআত এবং গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা, ইসলামের আকীদা ইবাদতকে নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্য করে নেয়া।

ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, একে খন্ডিত করা যাবে না এবং প্রতিমা, কবর, মাযার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে যা মানুষকে আল্লাহ ইবাদত থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। মুসলমানদের চিহ্ন বা শ্লোগান হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন বিধানদাতা নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন :

«فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» - (محمد : ১৭)

“সুতরাং জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।” (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯)
অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ মাবুদ হবার যোগ্য নেই।

● তাবলীগ জামায়াত যারা ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে বের হয়, তারা শুধু নৈতিক চরিত্রের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু আকীদার ব্যাপারে কোন কথা বলেনা যা মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক আনীত শরিয়তে দ্বীনের মূল অথচ তারা এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। এটি এক মারাত্মক ত্রুটি। এজন্য তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো বিভিন্ন দেশে নিজেদের দেশসহ প্রথমেই এর দাওয়াত দেয়া শুরু করবে অর্থাৎ প্রথমেই তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং তাওহীদের

কিতাব পড়া শুরু করবে। যেমন লামআতুল ইতেকাদ আল-হাদী ইলা সাবিলীর রাশাদ, লেখক মুয়াফফাক উদ্দীন বিন কাতাদাহ আল মাকদেসী, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, লেখক ইমাম তাহাবী এবং এর ব্যাখ্যা ইবনুল ইজ্জ কত্বক যা সালফে সালেহীনের তরীকার উপর লেখা হয়েছে যেন প্রথমেই একজন মুসলমানের আকীদা সঠিক ও সঙ্কট হয়।

শায়খ বলেন : তাবলীগ জামায়াতের দা'য়ীরা যারা বিদেশে দাওয়াত দিতে যায়, তারা সঠিক ইলমের পর্যায়ে নেই। এজন্যই অনেক মুসলমানই আল্লাহর নৈকট লাভের জন্য বিদআত ও কুসংস্কারের আশ্রয় নেয় এদের মুক্বব্বীদের অনুসরণ করার জন্য, কেননা তারা সালফে সালেহীনদের পন্থার উপর নেই। এজন্যই তাবলীগ জামায়াতের দা'য়ীদেরকে প্রথমেই আকীদা সম্পর্কে তার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে লেখা পড়া করতে হবে এবং রাসূল (সা.) সাহাবা ও তাবেরীদের কর্মসূচী ও কর্মপন্থা জানতে হবে।

● শায়খ আরো বলেন : তাদের সাথে বের হওয়ার অর্থ হলো তাদের তরীকাকে সমর্থন করা। এজন্য আমি তাদের সাথে বের হওয়াকে সমিচীন মনে করি না। একমাত্র সেই জ্ঞানবান যেতে পারবে যে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার এবং সঠিক পথের পানে দিক নির্দেশনার ইচ্ছা রাখে। যদি তাদের মাঝে এসব গ্রহণ করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় তাহলে যাবে, নচেৎ নয়। সর্বাবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই নসিহত করা অব্যাহত রাখতে হবে, তারা যেখানেই যাক না কেন। হয়ত বা আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিতে পারেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাওহীদের আকীদার উপর মজবুত রাখেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুদান করেন। আমাদেরকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোকদের সাথে হাশর করেন যাদের উপর তিনি করুণা করেছেন। তারাই হল সর্বোত্তম বন্ধু। মহান প্রভু সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং সব প্রার্থনায় সাড়া দাতা এবং আমাদের সর্বশেষ ঘোষণা হলো, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৮/১/১৪১৭ হিজরী।

আব্দুল কাদের আরনাউত
খাদেমুস সুন্নাহ আননববিয়া
দামেশক

শায়খ সা'দ আল হুসাইনের পত্র

এই পত্রটি শায়খ আল হুসাইন কর্তৃক লেখা। তিনি জর্দানে সৌদী দূতাবাসের ধর্মীয় উপদেষ্টা। তিনি এ পত্র লিখেন ভাতৃপ্রতীম কাতারের এক ভাইয়ের তাবলীগ জামায়াতের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। তিনি পত্রে ভূমিকার পর বলেন :

প্রথমত : আপনারা জানেন যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া ইবাদত এবং ইবাদত হতে হবে আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন কুরআনে এবং বাসুল করেছেন হাদীসে সে মুতাবেক।

দ্বিতীয়ত : তাবলীগ জামায়াতের পন্থায় দাওয়াত দেয়া (আমি আট বছর তাদের সাথে কাটিয়েছি) 'আল্লাহর শরিয়ত মোতাবেক নয়, না এর পদ্ধতির দিক দিয়ে আর না এর বিষয়বস্তুর দিক থেকে।

আল্লাহ পথে বের হওয়া (চিল্লা দেয়া) তিন দিন, চল্লিশ দিন, চার মাস, এবং দাওয়াতের বিষয়বস্তুকে মাত্র ছয় উসুলের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা। অতপর প্রত্যেক ফজর নামাযের পর দশটি ছোট সূরা পড়া, প্রত্যেক যোহরের নামাযের পর জামায়াতের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা, প্রত্যেক আসরের পর জামায়াত গান্ধে যাওয়া এবং ছয় উসুলের উপর আলোচনা করা, প্রত্যেক মাগরিবের নামাযের পর বয়ান করা, প্রত্যেক এশার নামাযের পর খান দেহলভীর লেখা হায়াতুস সাহাবা (অথবা তাবলীগী নেসাব) পড়া, জামায়াতকে যিকির করার জন্য, রিয়াদুস সালাহীন পড়ার জন্য এবং গান্ধে গিয়ে দলীল, (পথ প্রদর্শন) ও আলোচক এবং গান্ধে গিয়ে আলোচনা বিশেষ বিষয়ে সীমিত রাখা এবং এলানের ক্ষেত্রে বা এ ধরনের নির্দিষ্ট করা এবং একে আঁকড়ে ধরা- অবশ্য করণীয় করে নেয়া, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শরিয়তে নেই এবং সালফে সালাহীন হতে এ ধরনের কিছু পাওয়া যায় না, এ হল পদ্ধতিগত দিক থেকে। আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাবলীগ জামায়াত আল্লাহ তা'আলার সমস্ত রাসূলের নুহ হতে মুহাম্মদ পর্যন্ত

প্রেরণের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের উল্টো কাজ করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ»- (النحل : ৩৬)

“আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (খোদাদ্রোহী শক্তিকে) পরিহার করো।” (সূরা নাহল : ৩৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»- (الأنبياء : ২০)

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্যকোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”
(সূরা আন্বিয়া : ২৫)

আল্লাহর ইবাদত এককভাবে করা, তাঁকে এককভাবে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার দাওয়াতই হল সমস্ত নবী রাসূলদের দাওয়াতের মূলবিষয় বস্তু এবং এটি নামায, রোযা, আদব-কায়দা আখলাক সব কিছুর পূর্বে। তাবলীগ জামায়াত অন্যান্য কতিপয় ইসলামী দলের মত এ বিষয়টি সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয় না বরং এর কোন গুরুত্বই দেয় না, তারা জানে না কালেমা তাইয়েবার সঠিক অর্থ যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই। তারা এর অর্থ করে অন্তর থেকে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বের করে আল্লাহর জাতের উপর সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই রিযিকদাতা, সৃষ্টিকারী, জীবন দানকারী, মৃত্যুদানকারী। যদি এটিই সঠিক অর্থ হত তাহলে মুশরেক কুরাইশদের কথা খন্ডন করার কোন প্রয়োজন পড়ত না।
মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ»- (زخرف : ৯)

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, কে আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্ত্বাই সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা যুখরুফ : ৯)

তৃতীয়ত : তাবলীগ জামায়াত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সমস্ত রাসূলের দাওয়াতের পথ থেকে বের হয়ে যাবার কারণেই তারা তাদের প্রতিবেশী প্রতিমা পূজারী, কবর পূজারীদের আকিদা সহীহ করার জন্য কোন কাজ করে না, দিল্লিতে নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারে সংঘটিত শিরক থেকে বাধা দেয় না, তারা এদের মাঝেই যাট বছর ধরে বসবাস করেছে। এমনকি তাদের অনুসারীদের আকিদা বিশ্বাস সহীহ করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এদের সব মুকুব্বীই সুফীবাদে বিশ্বাসী। তাদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের গন্ধ তাদের বয়ানগুলোতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। কারণ সেগুলো যত কুসংস্কার, বিদআত এবং উদ্ভট কিস্সা কাহিনীতে ভরা, কুরআন হাদীসের কোন দলীল এতে থাকে না। এর বড় প্রমাণ হল দিল্লিতে তাদের প্রধান মসজিদেই কবর রয়েছে, পাকিস্তানে রায়ওয়ান্দে প্রধান মসজিদের পাশেই কবর রয়েছে এবং সুদানে তাদের প্রধান মসজিদে কবর রয়েছে।

চতুর্থত : মুসলমানদের মাঝে নতুন জামায়াতের নামে জামায়াত সৃষ্টি করা: নাম, আমীর, কেন্দ্র এবং তরীকা ও পদ্ধতিগতভাবে বিশেষত্ব গ্রহণ করা বস্তুত মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি করারই নামাস্তর। মহান আল্লাহ বলেন :

«كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»- (الروم : ৩২)

“প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।” (সূরা রুম : ৩২) তিনি আরো বলেন :

«إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ»- (الأنعام : ১০৭)

“নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।” (সূরা আনআম : ১০৭)

পঞ্চমত : তাবলীগ জামায়াতের ব্যাপারে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, এদের অনেক অনুসারী, এটা শরীয়তে বিশেষ কোন মর্যাদা পাবার জন্য সহায়ক নয়। বরং অনেক অনুসারী হওয়াই প্রমাণ করে যে, এরা বিভ্রান্তির মাঝে রয়েছে যার জন্য না কোন লোক এদের বিপক্ষে যাচ্ছে আর না শয়তান এদের বিরোধিতা করছে। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَأِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»۔ (الأنعام : ১১৬)

“আর যদি আপনি পৃথিবীর আধিকাংশ মানুষের কথা মেনে নেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।” (সূরা আনআম : ১১৬)

«وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»۔ (সব : ১২)

“আমার বান্দাদের মাঝে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।” (সূরা সাবা : ১৩)

«وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»۔ (يوسف : ১০৬)

“অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।” (ইউসুফ : ১০৬)

সংখ্যায় অধিক হওয়াকে কোন অবস্থায়ই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। কেননা কিয়ামতের দিন কোন কোন নবীর সাথে মাত্র একজন দু’জন অনুসারী থাকবে, আবার কোন কোন নবীর একজনও থাকবে না। বিশিষ্ট রাসূল হযরত নুহ (আ.) সূদীর্ঘ সাড়ে নয়শ’ বছর দাওয়াতের কাজ করার পরও তাঁর অনুসারী হয়েছিল মাত্র গুটি কতক লোক।

ষষ্ঠত : কর্মচাক্ষুণ্যতা এবং দাওয়াত কর্মনীতি সঠিক হবার প্রমাণ নয়। বিভ্রান্ত লোকেরা সাধারণত তাদের কাজের ব্যাপারে তৎপর থাকে হকপন্থীদের চেয়ে, কেননা আত্মা সর্বদা মানুষকে খারাপ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে একমাত্র আল্লাহপাক যাকে রহম করেছেন সে ব্যতীত। আর শয়তানতো বাতিলকে চাকচিক্যময় করে তুলতে সদা তৎপর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আমার এ উম্মত তিহাতুর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি দল ব্যতীত

সব দলই জাহান্নামী হবে। এরা হল যারা সর্বদা হকের পথে অটল থাকবে কেউ তাদের বিরোধিতা করুক বা তাদেরকে অপমানিত করুক তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও তাদের বিরোধীরা অনেক বেশী হয়।”

সপ্তমত : তারা কিছু লোককে হেদায়েতের পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে এতে কোনই সন্দেহ নেই। কেননা ভ্রান্তপন্থা শয়তান ও আত্মার পক্ষ থেকে বাধাগ্রস্ত হয় না। এজন্য সুফীবাদ, শিয়া মতবাদ সাধারণ লোকদের কাছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বেশী সমর্থন লাভ করে থাকে। যদি শয়তান এবং আত্মার সাথে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস যোগ হয় তাহলে অন্যকে সংশোধন করার কোন গুরুত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنَ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ» (الزمر : ৬০)

“আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এ প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল যে, যদি শিরক করেন তাহলে আপনার সব আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।” (সূরা যুমার : ৬৫)

আমি তাবলীগ জামায়াতের সাথে জড়িত থাকায় দেখতে পেয়েছি যে, তারা আকিদার ব্যাপারে খুবই উদাসীন, কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ের প্রতি খুবই আগ্রহী যা আল্লাহর শরিয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন :

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (النساء : ৪৮)

“নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না (কেউ যদি ক্ষমা না চেয়ে মারা যায় তাহলে), এছাড়া অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে যে কাউকে ক্ষমা করে দেবেন।” (সূরা নিসা : ৪৮)

এছাড়াও তাবলীগ জামায়াতের কর্মচাঞ্চল্য ইসলামী পুনর্জাগরণে কোনই ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ জামায়াত বিগত চল্লিশ বছর ধরে তাদের কর্মচাঞ্চল্য নিয়েই ঘুমিয়ে আছে। আল্লাহর ফজলে লোকজন এখন সঠিক ইসলামী আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অষ্টমত : সৌদী আরবসহ কতিপয় দেশের কিছু আলেম, তাবলীগ জামায়াতকে সমর্থন করেছেন। এ সমর্থন তাদের সাথে বের হবার পূর্বে দেয়া। যারাই এদের সাথে বের হয়েছেন তারাই আর সমর্থন ব্যক্ত করেননি। অনেকেই আবার না জেনে শুনে সমর্থন করেছেন। (যারা সমর্থন করেছেন তারা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন আলেম নন) তাবলীগ জামায়াতের ব্যাপারে অনেক বড় বড় আলেম-উলামা লোকজনকে সতর্ক করেছেন। এদের মাঝে উল্লেখ যোগ্য হলেন শায়খ হুমুদ আততুওয়াইজেরী, আব্দুর রাজ্জাক আফীফী, সালেহ আল লুহায়দান, আব্দুল্লাহ গাদয়ান, সালেহ আল ফাওয়ান। এরা সকলেই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। অনেক তলেবে ইলম এদের সাথে মাসের পর মাস বছরের পর বছর দাওয়াতের পথে কাটিয়েছে। পরিশেষে যখন এদের ব্যাপারে মুরুব্বীরা নিশ্চিত হয়েছে তখন তাদের সামনে দাওয়াতের গোপন ও বিদআতী বিষয়গুলো প্রকাশ করেছে এবং সুফীমতবাদের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছে। লোকজন তাদের তাবলীগী নেসাবে অসংখ্য শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার দেখতে পেয়েছে। আমি এদেরকে সমর্থন করেছিলাম এবং আলেম-উলামার নিকট এদের ব্যাপারে প্রশংসা করেছিলাম, এমনকি এদের পক্ষে প্রতিরোধ পর্যন্ত করেছিলাম। পরিশেষে এদের গোপনীয় বিষয় এবং এ জামায়াতের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ।

সা'দ আল হুসাইন

তাবলীগ জামায়াতের উপর কতিপয় মন্তব্য

আহমাদ ইয়াহুইয়া আন্বাজমী

এক. তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সুফী মতবাদের উপর বেড়ে উঠেন এবং সুফী মতবাদের উপর দুইবার বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি কটর সুফী।

দুই. তিনি কবরের নিকট যাতায়াত করতেন এবং তা থেকে কাশফ এবং ক্লহানী ফায়েজ আশা করতেন।

তিন. তিনি আব্দুল কুদ্দুস গানগুহীর কবরের নিকট চিশতী তরীকায় মুরাকাবা করতেন, যে গাংগুহী সাহেব অহদাতুল ওজুদ বা সর্বস্বরবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

চার. চিশতী মুরাকাবা হল কবরের নিকট সপ্তাহে আধা ঘন্টা মাথায় কাপড় দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে এই বলে যিকির করা (আল্লাহ হাজেরী... আল্লাহ নাজেরী) এই আমল যদি আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে তাহলে এটি বেদআত, আর যদি কবরে শায়িত ব্যক্তির শ্রদ্ধায় হয়ে থাকে তাহলে এটি শিরক। শেষোক্তটি হওয়াটাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলে তা মসজিদে করত, কবরের পাশে বসে নয়। যখন সে কবরের পাশেই বসেছে তখন এটাই প্রমাণ করে যে, কবরে শায়িত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই তা করেছে।

পাঁচ. এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর অনুসারীরা চরিত্রগতভাবে সুফীবাদের চার তরিকার প্রতি আমল করে- চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, সোহরাওয়ারদিয়া এবং কাদেরিয়া।

ছয়. এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা কবরের পাশে বসতেন যিনি ওয়াহদাতুল ওয়ুদে বিশ্বাসী। এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি কবরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তা না হলে এভাবে (মাথা ঢেকে) কেউ বসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই

ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।

সাত. এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা একাধারে সুফী, কবরপূজারী এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী।

আট. যে মসজিদ থেকে তাদের দাওয়াতের যাত্রা শুরু হয়েছে তাতে চারটি কবর রয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন :

"إِنَّ مِنْ شِرَارِ الْخُلُقِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنُهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ۔"

“তরাই সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি যারা কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে, অতএব সাবধান তোমরা কবরে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করছি।”

নয়. এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা কাশফে বিশ্বাস করে যেমনটি তাঁর লেখা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফুটে উঠেছে “তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবতার কল্যাণে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।” (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

এর ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, এর অর্থ হল সুফী তরীকায় কাশফ হওয়া। আর একথা সুবিদিত যে, কুরআন শরীফের তাফসীর সুফীবাদের কাশফ দ্বারা করা জায়েয নয়।

দশ. তাবলীগের লোকজন বেদআতী যিকির দ্বারা ইবাদত করে সুফীবাদের তরিকায়। আর এটি হল কালেমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে বিভক্তি সৃষ্টি করা।

এগার. কালেমা তাওহীদ পড়তে ইচ্ছাকৃতভাবে শুধু লা-ইলাহা বলা অর্থাৎ কোন মাবুদ নেই বলা, যার দ্বারা সবকিছুকে অস্বীকার করা হয়- এটি কুফরী কাজ। কেউ যদি এভাবে পাঁচশ বার বলে সে পাঁচশ বার কুফরী করল। অথচ এরা এভাবে যিকির করে।

বার. শুধুমাত্র ‘লা-ইলাহা’ বলে যিকির করা পাঁচশ বার (বা এর চেয়ে কম বা

বেশী) এরপর আবার 'ইল্লাল্লাহ' বলে (পাঁচশবার বা এর চেয়ে কম বা বেশী) যিকির করা প্রকৃত পক্ষে গোমরাহী। কেননা এতে অস্বীকার করা এবং স্বীকৃতি দানকে এক সাথে না করে বিচ্ছিন্নভাবে বলা হচ্ছে, এটা ইচ্ছাকৃত করলে কাফের হয়ে যাবে, আর না বুঝে করলেও তার ওপর গ্রহণীয় নয়।

তের. এদের অনেকেই জাওশান দু'আ নিয়মিত পাঠ করে যার মাঝে অনেক শিরকী ও বেদআতী কথা রয়েছে।

চৌদ্দ. এদের অনেকেই তাবিজ কবজ নিজেদের অঙ্গে বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখে, এটি শরিয়তে জায়েয নয়। এতে অনেক সময় যাদুটোনা বা শয়তানী নাম বা অজ্ঞাত নকসা ইত্যাদি থাকে যা কোন মতেই জায়েয নয়।

পনের. এরা বিশ্বাস করে যে, নবীর জীবন এবং ওলীদের জীবন দুনিয়াবী জীবন বারজাখী জীবন নয় (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতেই বিচরণ করছেন, তাদের বিভিন্ন মাহফিলে বা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন)।

ষোল. তারা তাওহীদুল উলুহিয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এর কোন গুরুত্ব তাদের নিকট নেই যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সতের. তারা আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও তাওহীদের ক্ষেত্রে আশায়েরী মাতুরীদী মতবাদে বিশ্বাসী। যদিও তারা বরকত মনে করে হাদীস পড়ে।

আঠার. তাদের কথাবার্তা হল তাওহীদুর রবুবিয়াত সংক্রান্ত, এই তাওহীদ কাউকে ইসলামে প্রবেশ করায় না যেমন আরবের মুশরিকরা ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনি।

উনিশ. তারা খাঁটি তাওহীদ পন্থীদেরকে ঘৃণা করে যাদেরকে তারা ওয়াহাবী বলে, যেমন ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যেম এবং ইবনে আব্দুল ওয়াহাব। এটিই তাদের বিকৃতি ও কদর্যতা প্রমাণ করে।

বিশ. তারা তাগুতকে অস্বীকার করতে বলে না এবং কেউ তাগুত সম্পর্কে বলুক তাও চায় না। যদি কেউ বলে তাহলে তার উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায় এবং তাকে তাদের ভিতর থেকে তাড়িয়ে দেয়।

একুশ. তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, অন্যায় করতে নিষেধ করে না। তারা

অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে হিকমতের খেলাপ মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ভৎসনা করেছেন এজন্য যে, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি। তিনি বলেন :

«لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»۔ (المائدة : ৭৮-৭৯)

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।” (সূরা মায়দা : ৭৮-৭৯)

এখন প্রশ্ন হল এরাই কি বেশী জানে, নাকি আল্লাহ তা'আলা অধিক জানেন?

বাইশ. এদের প্রতিষ্ঠাতা কালেমার ব্যাখ্যা (ভ্রান্ত বিশ্বাস বের করে আল্লাহর জাতের উপর সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা) বলে এর দ্বারা তার ওহদাতুল ওজুদে বিশ্বাসী হওয়া বুঝিয়েছেন। তাদের নিকট ভ্রান্ত ধারণা হল যা মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, আমরা যা দেখছি, যা শুনছি এবং যা স্পর্শ করছি এবং যা অনুভব করছি তা সবই সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর কালাম যা আল্লাহর সেফাত- তা সৃষ্টি নয়। আল্লাহ এই সৃষ্টির স্রষ্টা এবং এর মালিক। তিনি এর সবকিছু নিয়ন্ত্রন করছেন, তিনি আরশের উপর সমাসীন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে আছেন, তিনি জ্ঞানগত দিক থেকে সর্বত্র বিরাজমান। ওয়াহদাতু ওযুদে বিশ্বাসীদের নিকট এই আকিদা বাতিল ও ভ্রান্ত। তাদের নিকট সঠিক বিশ্বাস হল, যা আল্লাহর জাতের উপর স্থাপন করতে হবে তাহলো তিনি আরশের উপর নন আমরা সৃষ্টির যা কিছু দেখছি এসবের মাঝেই তিনি রয়েছেন। এর অর্থ হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ব্যতীত কোন মজুদ নেই এর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে

অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ তাদের এ ধরনের কথা থেকে পবিত্র এবং অনেক উর্ধে।

তেইশ. তারা স্বপ্ন, কারামত, কিসসা ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। উম্মুক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট থেকে বের হয়ে যায়, চার মাস বাহিরে অবস্থান করে যখন ফিরে আসে তখন তাদেরকে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় দেখতে পায়। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে, এক বুড়ী তাদের কাছে আসত এবং তাদের খিদমত করত। আমি নিজ কানে এ ধরনের গল্প শুনেছি। তারা এটাকে কারামত মনে করে, আল্লাহ তাদের আমলের উপর সন্তুষ্ট তা এথেকেই বুঝা যায় বলে তারা এটাকে প্রচার করে।

চব্বিশ. এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে বিধান রচনা কারীর (মুশাররে') অবস্থানে নিয়ে বসিয়েছে। তার অনুসারীদের জন্য ছয় উসূল উদ্ভাবন করেছে, তাদের জন্য তিন দিন বা দশ দিন অথবা চল্লিশ দিন কিংবা চার মাস চিল্লা দেয়ার বিধান চালু করেছে। এটাকে তার অনুসারীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। তার অনুসারীরা এর বাইরে একটুও যায় না, তার দেয়া নিয়ম-নীতির উপর চলছে, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, তাগুতকে অস্বীকার করে না ...।

* * *

উপসংহার

আমি এ জামায়াত সম্পর্কে আলেম-উলামা ও বিজ্ঞজনদের যে বক্তব্য, উদ্ধৃতি পেশ করেছি তাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সত্যকে জানতে চায় তার জন্য এটুকুই পর্যাপ্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায় তার জন্য কিন্তু কোন টালবাহানা করার সুযোগ নেই। এখন এ জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখার ক্ষেত্রে কারো কোন ওয়র আপত্তি চলবে না, এদের পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না, সে যেই হোক না কেন।

● সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কারো নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা জরুরী নয় যেমনটি তাদের অবস্থা। এই উম্মতের উলামায়ে কেরাম পূর্বের এবং পরের বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে আসছেন। কক্ষণো কারো নিকট থেকে তারা বাইয়াত গ্রহণ করেননি বা কাউকে তাদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে বলেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যাম, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, আবদুল আযীয বিন বায, মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন এবং অন্যান্য উলামা। আল্লাহ তাদের সকলকে করুণা করুন এবং তাঁদেরকে জান্নাত নসীব করুন।

● শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “কারো জন্য এটা জায়েয হবে না যে, সে কারো নিকট হতে এ ওয়াদা গ্রহণ করে যে, সে তার সবকিছুকে সমর্থন করবে এবং সে যা পছন্দ করে তা পছন্দ করবে, আর যা অপছন্দ করবে বা বিরোধিতা করবে, তার বিরোধিতা করবে। বরং এটা যে করবে সে হল চেঙ্গিস খানের দলের লোক। যারা তাদের মতের অনুসারীকে বন্ধু ভাবে, আর বিরোধীদেরকে শত্রু বলে গণ্য করে। বরং তাদের ও তাদের অনুসারীদের কর্তব্য হল আল্লাহর অঙ্গীকার পালন করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নির্দেশ করেছেন তা

বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, পরহেজ করা।” (মাজমুউল ফাতওয়া ২৮/১৬)

● আমাদের সবার উপর অবশ্য কর্তব্য হল যে, আমাদেরকে এ কথা ভালভাবে জানতে হবে, যে সব দাওয়াত আমাদের নিকট এই সীমারেখার বাইরে থেকে আসছে তার কভার যাই হোক না কেন নাম, পথ ও পন্থা যেটাই হোক না কেন, এর অনুসারী যারাই হোক না কেন, এটা দুশমনদেরই চক্রান্তের অংশ, যারা দিন রাত দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যদিও তারা ইসলামী রঙে রঞ্জিত থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে, “দ্বীনকে দ্বীন দ্বারাই ধবংস করা হয়”, “গাছকে গাছের অংশ দ্বারাই কর্তন করা হয়ে থাকে।” আরেকটি বিষয় হল ইসলামের সর্বশেষ ঘাটি এ দেশকে তারা এর টার্গেট কেন করল? তা ভেবে দেখে এদেরকে প্রত্যাখান করা। এরা নিজেদের দেশে কেন সংস্কারের কাজ করছেন, তা চিন্তা করা উচিত। আমরা আল্লাহর নিকট দু’আ করি, তিনি যেন আমাদের দেশকে, মুসলিম দেশসমূহকে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত হতে এবং হিংসুকদের হিংসা থেকে হেফাজত করেন।

● পরিশেষে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শায়খ সালেহ বিন ফাওয়ান আল-ফাওয়ানকে- (সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, স্থায়ী সদস্য, ফতওয়া কমিটি), যিনি দয়া করে এই লেখাটি দেখেছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছেন এবং মন্তব্য সংযোজন করেছেন, এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এছাড়াও তাবলীগ জামায়াতের সাথে বের হবার ব্যাপারে বলেছেন- “এরা হককে অজ্ঞতা বশত ত্যাগ করেনি বরং তারা হককে মানতে চায় না। তারা তাদের পন্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, এর উপর বাইয়াত গ্রহণ করে, এর দিকে লোকজনকে ডাকে, আর সঠিক আকিদা বিশ্বাসের বিরোধিতা করে যা কুরআন হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা লোকজনকে তাদের সঠিক আকিদা থেকে বের করে দ্রাস্ত মতের দিকে পরিচালিত করে। তাদের দাওয়াত হকের পক্ষে নয় বরং এমন পন্থার দিকে দাওয়াত যাতে হক নেই।”

মহান আল্লাহ আমাদের আলেম-উলামাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমাদের প্রভু সবধরনের অপবাদ থেকে পুত পবিত্র। সমস্ত রাসূলের প্রতি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক। (আমীন॥)

সমাপ্ত